স্মারক

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ত্যাগী আওয়ামীলীগ নেতা

আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী

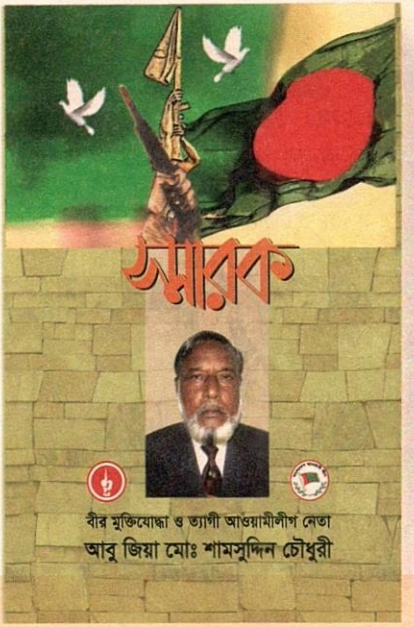
স্মারক
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ত্যাগী আওয়ামীলীগ নেতা
আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে	**প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এম.পি** ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন
সম্পাদনায়	নুরুল আবছার চৌধুরী অধ্যাপক শাব্বির আহমদ
সম্পাদনা পরিষদ	ফয়েজ আহমদ লিটন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন আ.ন.ম সেলিম চৌধুরী এরফানুল করিম চৌধুরী
ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং	ডিজিটাল কালার ওয়েভ অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ আশ্বিন ১৪২৫
০৯ অক্টোবর ২০১৮

বাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ত্যাগী আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে তাঁর ছোট ভাই চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী'র উদ্যোগে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের পক্ষে আজীবন আওয়ামী লীগ নেতা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী সংগ্রাম করেছেন। দলের জন্য এই আওয়ামী লীগ নেতা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন।

দেশ ও দলের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী এর অবদান আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

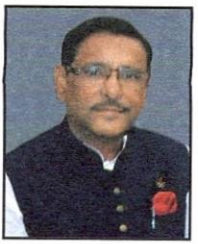

বাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ত্যাগী আওয়ামী লীগ নেতা, চট্টগ্রামের কৃতিসন্তান আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ষাট ও সত্তর দশকের উত্তাল সময়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী রাজনীতির একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী। অত্যন্ত ত্যাগী কিন্তু প্রচার বিমুখ এ মুজিব সৈনিক একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করেছেন দেশ মাতৃকার ভালবাসার টানে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অনেকে অনেক কিছু পেলেও তিনি শুধু নিরবে দিয়ে গেছেন নিজের ভালবাসার ঠিকানা, প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এ দেশকে। চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার মতো একটি প্রতিকূল জনপদে তিনি আজীবন আওয়ামী লীগের পতাকা উড্ডীন করে রেখেছিলেন।
এ বীর মুক্তিযোদ্ধার অবদানকে স্মরণ করে বিলম্বে হলেও একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর মতো জাতির সূর্য সন্তানদের যাতে আগামী প্রজন্ম ভুলে না যায় সে জন্য এ ধরণের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ত্যাগী আওয়ামী লীগ নেতা, চট্টগ্রামের কৃতিসন্তান আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ওবায়দুল কাদের এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

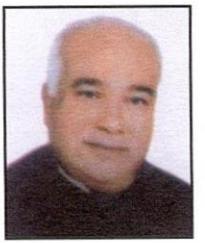

বাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মো. শামসুদ্দিন জিয়া চৌধুরী স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এদেশের প্রাচীনতম দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিবেদিতপ্রাণ অসংখ্য নেতা-কর্মীর শ্রম, ঘাম ও মেধার ফসল। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নিঃস্বার্থ নেতা-কর্মীদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এমনই একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মো. শামসুদ্দিন চৌধুরী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে তিনি সংগঠনের জন্য কাজ করে গেছেন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আদর্শের প্রতি ছিলেন অবিচল। এমনি একজন নিবেদিতপ্রাণ আওয়ামী লীগ কর্মীকে নিয়ে স্মরণিকা প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এ স্মরণিকার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম আদর্শবাদিতার রাজনীতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মো. শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ইঞ্জিনিয়ার মোশররফ হোসেন এমপি)
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে একটি স্মারক বের হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমার মরহুম পিতা আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। নির্লোভ, ত্যাগী, নিবেদিত প্রাণ বঙ্গবন্ধু আদর্শের কর্মী হিসেবে বাবা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং ১৯৯১ সালে সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বাবার নির্বাচনকালীন মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর ভূমিকা ছিল প্রসংশনীয় । তাঁর ছোট ভাই চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সংসদ সদস্য প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী আমার বাবার হাত ধরেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগ দেন। মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

মুজিবাদর্শের নিবেদিত প্রাণ বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল মুজিবীয় শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছান্তে

(আলহাজ্ব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ এমপি)
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আওয়ামী লীগ নেতা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী আমার একান্ত আপন জন ছিলেন। সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতির সাথে দীর্ঘ দিন একাত্ব ছিলেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, অসহযোগ আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নেতৃত্ব কিংবা পদ পদবীর তোয়াক্কা না করে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী ছিলেন আপোষহীন। তিনি কোন অন্যায়, অবিচার, ভয়ভীতি ও জেল-জুলুমের তোয়াক্কা করেনি কখনো। আওয়ামীলীগের যেকোন কর্মসূচিতে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী তিনি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগ ও পরবর্তী যুবলীগের সাথে জড়িত হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। আমৃত্যু মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামীলীগের একজন সক্রিয় নেতা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সাতকানিয়ার ঐতিহ্যবাহী বনেদী পরিবার মক্কার বাড়ীর প্রখ্যাত আলেম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রাহঃ) এর সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর বাড়ীতে একাধিকারবার যাওয়া সুযোগ হয়। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া ছিল বলে কোনদিন প্রতিয়মান হয়নি। এমন নিবেদিতপ্রাণ আওয়ামী লীগ কর্মীর আজ বড়ই অভাব। মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল রক্তিম শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছান্তে

(মোছলেম উদ্দিন আহমদ)
সভাপতি
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা

বাণী

আমাদের প্রাণপ্রিয় বড় ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী আমাদের মাঝে নেই- কথাটি এখনো বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট হয়। বাবার অবর্তমানে তিনিই ছিলেন আমাদের অভিভাবক। বয়স বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে বড় ভাই আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর রাজনৈতিক দর্শন তথা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অটল-অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন ও অনুশীলন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। রাজনীতিকে তিনি কোনদিন ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করতে দেখিনি। তিনি রাজনীতি করতেন নিজের পকেটের টাকা খরচ করে । তাঁর স্মরণে আয়োজিত বিশাল স্মরণ সভায় চট্টগ্রামের আওয়ামীলীগের রাজনীতির তদানীন্তন অবিসংবাদিত নেতা মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর একটি উক্তিই তাঁর নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় বহন করে। স্মরণ সভায় তিনি বলেছিলেন 'সাতকানিয়া-লোহাগাড়াসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের আওয়ামীলীগের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রায় সকল নেতাকর্মীর ব্যাপারে কমবেশি ধারণা ছিল। নির্বাচন এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন কারণে প্রায় নেতাকর্মীদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছি, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীকে কোনদিন একটি টাকাও গ্রহণে রাজি করাতে পারিনি। এই ছিল বড় ভাইয়ের রাজনৈতিক পরিচয়। ছাত্রজীবন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। বড় ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর রাজনৈতিক ঔদার্য্যতা, সহনশীল মনোভাবের কারণে স্বাধীনতাকালীন এবং স্বাধীনতা পরিবর্তী অনেকেই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। প্রতিশোধ পরায়নতার রাজনীতিকে তিনি সবসময় ঘৃণা করতেন। আমাদের গর্ব হয় বড় ভাই দেশমাতৃকার একজন সূর্য সন্তান তথা বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের গর্বিত সন্তান। তাঁর স্মরণে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে

(প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী)
মাননীয় সংসদ সদস্য চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)।

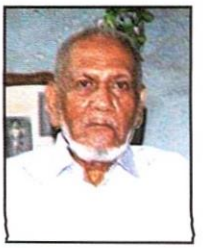

বাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে দেরীতে হলেও একটি স্মারক গ্রন্থ বের হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। মুজিবাদর্শের অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর সাথে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কোন চাওয়া-পাওয়া ছিলনা। ছাত্রজীবন থেকে আমৃত্যু তিনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সকলের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর আওয়ামীলীগের দুঃসময়েও তিনি অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যান। দলীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ এবং দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী ছিলেন খুবই সক্রিয়। নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের প্রতি কোন মোহ তাঁর ছিলনা। দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করাই ছিল তাঁর মহান ব্রত। মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল রক্তিম শুভেচ্ছা।

(এম.এ ছালেহ)
সাবেক এম.এন.এ
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা।

বাণী

মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে একটি স্মারক বের হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। সাতকানিয়ার ঐতিহ্যবাহী পরিবার মক্কার বাড়ির কৃতি সন্তান আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর সাথে আমার পরিচয় বাল্যকাল থেকেই। ওনার আর আমার গ্রামের বাড়ীর ব্যবধান খুব বেশি নয়। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতা পরবর্তী তিনি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগ ও পরবর্তী যুবলীগের সাথে জড়িত হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি অবিভক্ত সাতকানিয়া থানা যুবলীগের প্রথম সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে সাতকানিয়া থানা আওয়ামীলীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। আমৃত্যু মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন। রাজনীতি করতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া ছিল বলে কোনদিন প্রতীয়মান হয়নি। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি যখন সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী তখন আমার নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছিলেন সাবেক এমপি এম. ছিদ্দিক ও মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। তিনি নিজের পকেটে করে নমিনেশন পেপারটি ডি.সি কার্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার নির্বাচনী প্রচারনায় তাঁর ব্যাপক ভূমিকার কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তাঁর মত নিবেদিত প্রাণ আওয়ামী লীগ কর্মীর আজ বড়ই আকাল। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্ত তাঁর নীতি, আদর্শ ও কর্ম নবপ্রজন্মের কাছে অনুকরনীয়-অনুসরনীয় হয়ে থাকবে বলে আশা রাখি। মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল মুজিবীয় শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছান্তে

(মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী)
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি

বাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। চিরকাল সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে লালিত মানুষের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে তৃণমূলে ছাত্র নেতৃত্বের এক লড়াকু সৈনিক। ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আমাদের সাথে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অপারেশনেও তিনি সহযোদ্ধা ছিলেন। বিশেষ করে চুড়ামনি শাহ সাহেবের ছেলে রাজাকার কমান্ডার ছগীর এর বাড়ীর রাজাকার প্রশিক্ষণ শিবির আক্রমন তাঁর পরিকল্পনাতেই সফল হয়। যার প্রেক্ষিতে ৮-১০ জন রাজাকার তাৎক্ষনিক অস্ত্রসহ আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। পরে ঐ স্থানে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করি। প্রয়াত এই অকুতোভয় বীর সহযোদ্ধা আবু জিয়া সম্পর্কে ভারতের ত্রিপুরা হরিনা ক্যাম্পে তৎকালীন সাংসদ ডাঃ বি.এম ফয়েজুর রহমান সাহেব সাতকানিয়ায় যে কোন অপারেশনে আবু জিয়াকে সঙ্গী করে তার সহযোগিতা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। আজও সেই দিনগুলোর স্মৃতি আমার হৃদয়ের মনিকোঠায় অম্লান।

সাতকানিয়ার ঐতিহ্যবাহী বনেদী পরিবার মক্কার বাড়ীর প্রখ্যাত আলেম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রা:) এর ঔরসে জন্ম নেয়া সুযোগ্য সন্তান মরহুম আবু জিয়ার রয়েছে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। ৭১ এর রণাঙ্গনের এই বীর সহযোদ্ধার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রক্তিম শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছান্তে

(মোহাম্মদ আবু তাহের (এলএমজি)
কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
সাতকানিয়া উপজেলা ইউনিট কমান্ড, চট্টগ্রাম।

বাণী

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মো: শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে অনেক দেরীতে হলেও একটি স্মারক গ্রন্থ বের হচ্ছে জেনে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ১৯৬৬ সালে বৃহত্তর সাতকানিয়া থানার ছাত্রলীগের নেতা হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নিঝরা দিন গুলোতে আবু জিয়ার সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আবু জিয়া ভাই দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলাম বারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আমি ছিলাম কলাউজান উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাশাপাশি ইউনিয়নের স্কুল হওয়াতে আন্দোলন সংগ্রামে আমরা সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত নিতাম। সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে কোন প্রকার ভয় ভীতি কারও রক্তচক্ষু তাঁকে দমাতে পারেনি। তিনি নিজের পকেটের টাকা খরচ করে রাজনীতি করতেন। ১৯৭০-৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সক্রিয়ভাবে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পরবর্তীতে আমি ভারতে তাড়ুয়া ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ৩১ জনের গ্রুপ নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং বিশেষ করে রাউজান, রাঙ্গুনীয়া, হাটহাজারীসহ উত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে নভেম্বরের ১ম সপ্তাহের দিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের নিজ এলাকা সাতকানিয়ার আমিলাইশে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করি। তিনি খবর পেয়ে সাথে সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে আমাদের সাথে সমন্বয় করেন। উনার পরামর্শক্রমে কয়েকটি রাজাকার ক্যাম্পে সফল অপারেশন করতে সক্ষম হই। পরবর্তীতে তিনি দোহাজারী সাঙ্গু ব্রীজের পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। আজও সেইদিন গুলোর স্মৃতি আমাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় অম্লান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মো: শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রক্তিম শুভেচ্ছা এবং ৭১ এর রণাঙ্গনের এই বীর সহযোদ্ধার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে

(আকতার আহমদ সিকদার)
কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
লোহাগাড়া উপজেলা ইউনিট কমান্ড, চট্টগ্রাম।

সূচি

আমার অকৃত্রিম বন্ধু আবু জিয়া ১৮
-এডভোকেট মির্জা কচির উদ্দিন

বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের অকুতোভয় সৈনিক আবু জিয়া ২০
-নঈমুদ্দিন আহমদ চৌধুরী

স্মৃতিপটে অমলিন বন্ধুবর আবু জিয়া ২২
-আবুল কালাম চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শে অসাধারণ কমিটেট ছিলেন আবু জিয়া ২৪
-মোহাম্মদ ইদ্রিস

স্মৃতিতে অম্লান মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী ২৬
-মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী

স্মৃতির পাতায় আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী ২৮
-ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

স্মরণ : বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরী ৩০
-কামরুল আলম চৌধুরী

স্মরণের আবরণে আলোকিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মো: শামসুদ্দিন চৌধুরী ৩৩
-মোঃ জামাল উদ্দিন

স্মৃতিতে আবু জিয়া ভাই ৩৬
-নুরুল আবছার চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু আদর্শের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ৩৮
আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী
-ফয়েজ আহমদ লিটন

স্মৃতি অমলিন আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন ৪০
-মোহাম্মদ জোবায়ের

আমার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী ৪২
-আ ন ম সেলিম চৌধুরী

এক নজরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী ৪৪

আমার অকৃত্রিম বন্ধু আবু জিয়া

এডভোকেট মির্জা কচির উদ্দিন *

বাল্যবন্ধু আবু জিয়া মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী-জীবনের বিরাট অংশজুড়ে যার স্থান। একসাথে বেড়ে উঠা, একসাথে লেখাপড়া, একসাথে মুজিবাদর্শের ছাত্র ও মূল ধারার রাজনীতি এবং বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ। এক কথায় জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা ছিলাম একে অপরের সুহৃদ সারথি। এ রকম অকৃত্রিম বন্ধুকে এতো তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলবো তা কখনো কল্পনাতেও আসেনি। প্রিয় বন্ধু আবু জিয়ার স্মরনে কিছু লিখার জন্য তার ছোটভাই চট্টগ্রাম-১৫ সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনের সংসদ সদস্য প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী সাহেবের পক্ষ থেকে বারবার আহবান আসলেও কোনভাবেই মনকে স্থির করতে পারছিলামনা। কিছু লেখার জন্য মনঃস্থির করলেই মানসপটে ভেসে উঠে অজস্র স্মৃতি। আমরা দু'জনই দেওদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একসাথে লেখাপড়া করি। ১৯৬০ সালে প্রাথমিক স্তর শেষ করে আমি ভর্তি হই সাতকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে, আবু জিয়া ভর্তি হয় দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে দু'জনই স্ব স্ব স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে পাশ করি। মেট্রিক শেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকে (১৯৬৭-৬৮) অধ্যয়নের জন্য চট্টগ্রাম শহরে চলে আসি। আবু জিয়া ভর্তি হয় সিটি কলেজে, আমি ভর্তি হই চট্টগ্রাম কলেজে। দু'জনই স্ব স্ব কলেজ ছাত্রলীগের রাজনীতির পাশাপাশি নগর ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ি। প্রায় প্রত্যেকদিনই আমরা একত্রিত হতাম নন্দনকানন মতিন বিল্ডিংস্থ অবিভক্ত চট্টগ্রামের আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের যৌথ কার্যালয়ের সামনে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের উত্তাল ঐ সময়ে কলেজ, নগর ছাত্রলীগের রাজনীতির পাশাপাশি অবিভক্ত সাতকানিয়ার (লোহাগাড়াসহ) ছাত্রলীগের রাজনীতি নিয়েই আমরা বেশি ভাবতাম। সময় সুযোগ হলেই আমরা এলাকায় এসে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়তাম, ছাত্রলীগকে সুসংগঠিত ও গতিশীল করতে ঘুরে বেড়াতাম থানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ১৯৬৯-৭০ সেশনে বৃহত্তর সাতকানিয়া থানা ছাত্রলীগের আমি আর আবু জিয়া যথাক্রমে সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচিত হই। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে অগ্নিঝরা দিন গুলোতে বৃহত্তর সাতকানিয়ার ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দেওয়া মোটেও কন্টাকাকীর্ণমুক্ত ছিলনা। থানা ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কত বাধা-বিপত্তি, ঝড়-তুফান দু'জনের জীবনে বয়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আবু জিয়া সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী অবিভক্ত এওচিয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয় আবু জিয়া। এ সময়ে বিরাট এওচিয়া ইউনিয়নের উন্নয়ন কর্মকান্ডেও জড়িয়ে পড়ি

আমরা টকবগে দুই যুবক। এওচিয়া ইউনিয়নের গ্রাম্য শালিসে-বিচারে ঐ সময়ে বিচারক হিসেবে মূলতঃ আমাদেরই ডাকা হতো। ১৯৭৩ সালে আবু জিয়া সাতকানিয়া থানা যুবলীগের প্রথম কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়। পরে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের প্রথমে যুগ্ম সম্পাদক; পরে সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আবু জিয়া সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামীলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছাড়াও মাদার্শা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ছিল। সাতকানিয়ার বনেদী পরিবার মক্কার বাড়ির প্রখ্যাত আলেম আল্লামা ফজলুল্লাহ রাহঃ এর দ্বিতীয় সন্তান আবু জিয়া মাধ্যমিক স্তর থেকেই গতানুগতিক রাজনীতির বিপরীতে প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে কোন প্রকার ভয় ভীতি, কারো রক্তচক্ষু তাকে দমাতে পারেনি একটুখানিও। আমার রাজনৈতিক জীবনে আবু জিয়ার মতো দলের জন্য নিবেদিত প্রাণ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একনিষ্ঠ কর্মী খুব কমই চোখে পড়েছে। জীবনে কোনদিন কোন কিছুর লোভ লালসা আর চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিকেশ তার মাঝে দেখিনি। যেখানে আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক তৎপরতা সেখানেই আবু জিয়ার সরব উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আবু জিয়া ছিল বরাবরই আপোষহীন। স্পষ্টবাদিতা ছিল তার চারিত্রিক ভূষন। যা বিশ্বাস করত তা প্রকাশ করতে মোটেও কুন্ঠিত হতোনা। পদ পদবী লাভে তোষামোদী ও মোসাহেবীকে মোটেও সহ্য করতে পারতোনা আবু জিয়া। দলের দুঃসময়েও তাকে দেখেছি অবিচল-আস্থাশীল। দলের কঠিন ও সংকটময় মুহুর্তে হালুয়া রুটির পেছনে যারা ঘুরঘুর করেছিল তাদের দেখলে সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত। বৃহত্তর সাতকানিয়ার ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামীলীগের ইতিহাসে আবু জিয়া মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী অবিচ্ছেদ্য একটি নাম। আমার জীবনের অন্যতম কাছের বন্ধু আবু জিয়ার মৃত্যুতে আমি রীতিমতো বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম সেদিন। দলের প্রতি তার কমিটমেন্ট এবং দলীয় নেতা কর্মীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। তাঁর ছোট ভাই প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এমপি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (এনজিও) আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করলে ঐ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মসজিদ, অজুখানা, মাদ্রাসা ও এতিমখানা ভবন, নলকূপ, টেউটিন, চিকিৎসা সাহায্যসহ নানা আর্থিক অনুদান বিতরনকালে আবু জিয়ার তীক্ষ্ণ ও সুদৃষ্টি ছিল দরিদ্র ও অসহায় দলীয় কর্মীদের প্রতি। তার প্রচেষ্টায় শুরু থেকেই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই ফাউন্ডেশনের সুবিধাভোগী ছিল। তার প্রচেষ্টায় আমার বাড়ির মসজিদটি আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পুনঃনির্মিত হয়। পরিশেষে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয় বন্ধু আবু জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

* আইন বিষয়ক সম্পাদক
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ।

বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের অকুতোভয় সৈনিক আবু জিয়া

নঈমুদ্দিন আহমদ চৌধুরী *

আমি সাধারণত: চট্টগ্রাম শহর কেন্দ্রিক ছাত্র রাজনীতি থেকে আওয়ামীলীগের কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। আবু জিয়া ছাত্রাবস্থায় চট্টগ্রাম শহরে সক্রিয়ভাবে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও স্বাধীনতার পর প্রথমে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা, পরবর্তীতে সাতকানিয়ার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে পড়েন। আবু জিয়া একজন আদর্শিক রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। আবু জিয়া চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগের একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তাঁর নিজ থানা সাতকানিয়ায় যুবলীগ ও আওয়ামীলীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সৎ ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রত্ব শেষে তিনি শেখ ফজলুল হক মনির হাতে গড়া যুব সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। বোয়ালখালীর নুরুল আলম, পটিয়ার মোতাহেরুল ইসলাম, চন্দনাইশের হাফিজ, ওয়াহিদুজ্জামান, বাঁশখালীর শফিকুল ইসলাম, আনোয়ারার আবুল কালাম, জাফর, মনছুরদের পাশাপাশি সাতকানিয়ার আবু জিয়া জেলার সাংগঠনিক কাজে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৭৫ এর পর; বিশেষ করে ১৯৮০ 'র দশকে চট্টগ্রাম শহরের গ্র্যান্ড হোটেল ছিল ছাত্র ও যুব রাজনীতির মূল কেন্দ্র। বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক রাজনৈতিক ছাত্র যুব সমাজের মিলনকেন্দ্র ছিল নন্দনকানন গ্র্যান্ড হোটেল। প্রয়াত জননেতা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও চট্টগ্রামের গণমানুষের নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে কেন্দ্র করেই মূলত: এই রাজনৈতিক মিলনকেন্দ্র গড়ে উঠে। যুবলীগ কর্মী হিসেবে আমার সাথে আবু জিয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ চট্টগ্রামের নেতা কর্মীদের যোগাযোগ গড়ে উঠে। দক্ষিণ জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম গ্রেফতার হলে তাঁর মুক্তির দাবিতে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানায় যুব সমাবেশ করার আয়োজন করা হয়। যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে আমি প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিটি থানা সফর করি। সাতকানিয়াতে আবু জিয়া আমাকে নিয়ে যান ও একটি সমাবেশের ব্যবস্থা করে দেন। আবু জিয়া ছিলেন দুঃসময়ের একজন সক্রিয় ছাত্র-যুবনেতা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থাশীল ছিলেন তিনি। সৎ পরামর্শ দাতা ও সহযোগী মনোভাবাপন্ন এবং সদালাপি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা ছিলেন আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী। তাঁর মৃত্যুতে

আমাদের সংগঠনের অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। আবু জিয়ার সাথে দক্ষিণ চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যথাক্রমে আবু ছালেহ ভাই, মৌলভী সৈয়দ, এস.এম ইউসুফ, সুলতানুল কবির চৌধুরী, মোছলেম উদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য নেতাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। নিবেদিত প্রাণ দলীয় কর্মী হিসেবে সবাই তাঁকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন।

রাজনীতি ও নেতৃত্বের জন্য বড় বড় নেতার প্রয়োজন হয় না। আন্তরিকতা, সততা, নিষ্ঠা, সাহস, আস্থা একজন রাজনৈতিক কর্মীকে জননন্দিত করে তোলে। আবু জিয়া অনুরূপ একজন ছাত্র-যুব নেতা ছিলেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অনেকের নাম ও তথ্য উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি বলে দুঃখিত। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলাম সেইদিন। আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করছি ও তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

* বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সহ-সভাপতি
চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ।

স্মৃতিপটে অমলিন বন্ধুবর আবু জিয়া

আবুল কালাম চৌধুরী *

আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক সহযোদ্ধা বন্ধুবর আবু জিয়া মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী দীর্ঘ আট বছর পূর্বে আমাদের ছেড়ে পরপাড়ে পাড়ি জমালেও এখনো মনে হয় সে আমাদের মাঝেই বেঁচে আছে। ১৯৬৮ সাল থেকে ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তার সাথে আমার পরিচয়। চট্টগ্রাম মহানগরীর নন্দনকাননস্থ বোস ব্রাদার্স সংলগ্ন মতিন বিল্ডিং ছিল তখনকার ছাত্রলীগ-যুবলীগের যৌথ কার্যালয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অগ্নিঝরা দিনগুলোতে মতিন বিল্ডিং ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা কর্মীদের পদচারনায় ছিল মুখরিত। আবু জিয়া সরকারী সিটি কলেজে অধ্যয়নকালীন ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী হিসেবে প্রায় প্রতিদিনই মতিন বিল্ডিংস্থ' দলীয় কার্যালয়ে আসতো এবং যে কোন দলীয় কর্মসূচী পালন ও বাস্তবায়নে তার সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৯৭৩ সালের পর চট্টগ্রামের আওয়ামীলীগের রাজনীতিকে মহানগর ও উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগের কমিটি গঠন করা হয়। তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পটিয়ার কৃতি সন্তান অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে সভাপতি, এ.ক.এম আব্দুল মান্নানকে সেক্রেটারী করে এ কমিটি গঠন করা হয়। একই সালে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগেরও নতুন কমিটি গঠন করা হয়। পটিয়ার প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা শামশুদ্দিন আহমদ এ কমিটির সভাপতি, এডভোকেট মির্জা কচির উদ্দিন সেক্রেটারী, আবু জিয়া মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়। আমি ছিলাম সাংগঠনিক সম্পাদক। ১৯৭৪ সালে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। মৌলভী সৈয়দকে সভাপতি, মোছলেম উদ্দিন আহমদকে সেক্রেটারী করে এ কমিটি গঠিত হয়। আমি ছিলাম ঐ কমিটিরও সাংগঠনিক সম্পাদক, আবু জিয়া ছিল প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক। ১৯৭৯-১৯৮০ সেশনে আমি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের সভাপতি নির্বাচিত হই। আবু জিয়া এই কমিটির সহ-সভাপতি, শফিকুল ইসলাম সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়। এক সাথে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামীলীগের রাজনীতি করতে গিয়ে আমাদের মাঝে গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত সম্পক উঠে ব্যক্তিগত সম্পর্ক। প্রিয় সহযোদ্ধা আবু জিয়া ছিল অত্যন্ত খোলা মনের মানুষ। সৎ ও স্পষ্টবাদিতা ছিল তার চারিত্রিক ভূষণ। দলের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ

আস্থা ও বিশ্বাস এবং বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের প্রতি ছিল সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটল ও অবিচল। বলার অপেক্ষা রাখেনা, সাতকানিয়া আওয়ামীলীগের রাজনীতি কোন সময় কন্টাকাকীর্ণ মুক্ত ও সুখকর ছিল না। বিশেষ করে ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর অনেকেই পদ পদবী ও বৈষয়িক স্বার্থে দল এবং আদর্শের প্রতি অবিচার করে। এমন দু:সময়েও আবু জিয়া ছিল তুখোড় আওয়ামীলীগ নেতা। স্বার্থান্বেষী মানসিকতাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। কারো রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা করে কিংবা পদ পদবীর আশায় তোয়াজ-তোষামোদ করে রাজনীতি করেনি আবু জিয়া কোনদিন। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রামে আওয়ামী রাজনীতির দু:সময়ের কান্ডারী মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু ভাইয়ের সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় নির্বাচনকালীন আবু জিয়ার নিরলস প্রচেষ্টা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে ছিল বরাবরই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অকুতোভয় সৈনিক। রাজনীতি করে দল থেকে কোন ফায়দা হাসিলের চেষ্টা তদবিরের প্রতি ছিল তার চরম অনিহা। পরিশেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

* সহ-সভাপতি
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ।

বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শে অসাধারণ কমিটেট ছিলেন আবু জিয়া

মোহাম্মদ ইদ্রিস *

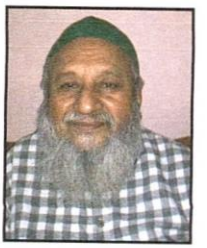

সাতকানিয়ার ঐতিহ্যবাহী মক্কার বাড়ীতে প্রখ্যাত আলেমেদ্বীনের ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর সাথে স্কুল জীবন থেকেই আমার সম্পর্কের সূত্রপাত। বয়সে আবু জিয়া আমার কয়েক বছরের ছোট হলেও রাজনৈতিক কারণে আমাদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। মৃত্যু অবধি আমাদের সম্পর্ক অটুট ছিল। বন্ধুবৎসল, সদা হাস্যোজ্জ্বল, স্পষ্টবাদী হিসেবে বন্ধু মহলে আবু জিয়া ছিলেন সুপরিচিত। ১৯৬৬ সালে আমি সাতকানিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন মাদার্শা বাবুনগর এর ঐতিহ্যবাহী মক্কার বাড়ীর ফরিদ মিয়ার জ্যেষ্ঠ সন্তান আজিজুর রহমান চৌধুরী ভেট্টার সাথে দেখা করার জন্য দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী উচ্চ বিদ্যালয়ে যেতাম। এই যাওয়া-আসার মূলে ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলে তখনকার সময়ে দূরদুরান্ত থেকে এসে ছেলেরা হোস্টেলে/ লজিং থেকে লেখা পড়া করতেন। আজিজুর রহমান ভেট্টার সাথে আবু জিয়াও হোস্টেলে থাকতেন। পরবর্তীতে আমি যখন চট্টগ্রাম কলেজে ডিগ্রীর ছাত্র তখন আবু জিয়া সিটি কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। দু'জনই ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী হিসেবে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম ও দলীয় কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই দেখা সাক্ষাত হতো নন্দনকাননস্থ মতিন বিল্ডিং এ অবস্থিত আওয়ামীলীগ ছাত্রলীগ-যুবলীগের যৌথ কার্যালয়ে। ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের একই কমিটিতে আমরা দায়িত্ব পালন করি। অসাধারণ রাজনৈতিক কমিটমেন্ট লালন করতেন আবু জিয়া মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে আবু জিয়া ছিলেন আপোষহীন ও অকুতোভয়। ১৯৭১ সালে অগ্নিঝরা দিনগুলোতে আবু জিয়ার বাড়ি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন সময় তাঁর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতেন। আমি নিজেও একাধিকবার তার মহিয়সী আম্মার রান্না খেয়েছি। তাঁর মহিয়সী আম্মা প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়াতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ানোর ব্যাপারে তিনি উদার ও আন্তরিক ছিলেন। আবু জিয়ার সাথে আমার এক দু:খের স্মৃতি এখনো তাড়িত করে। ১৯৭৫ সালের ১৪ আগষ্টের কালো রাত্রিতে আমরা ঢাকা নাখাল পাড়া এমপি হোস্টেলেই ছিলাম। আমরা যে রুমে ছিলাম সেটি ছিল বাঁশখালীর তৎকালীন এমপি শাহ-ই-জাহান চৌধুরীর নামে বরাদ্দ। তৎকালীন চট্টগ্রাম দক্ষিণ

জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী, আনোয়ারার আলী হোসেন, বাঁশখালীর শফিকুল ইসলাম, আবু জিয়াসহ আমরা বাকশালের কমিটি গঠন করার জন্য গিয়েছিলাম শেখ ফজলুল হক মনি ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। আবু জিয়ার সাথে শাহ-ই-জাহান চৌধুরীর বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাঁশখালীর শাহ-ই-জাহান চৌধুরী মার্চের শেষের দিকে আবু জিয়াদের বাড়িতে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। আজকের এই দিনে প্রিয় বন্ধু আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীকে খুব বেশী মনে পড়ছে। আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি তাঁর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে জান্নাতের আলা মাকাম কামনা করছি।

* বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সিনিয়র সহ-সভাপতি
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ

স্মৃতিতে অম্লান মুক্তিযোদ্ধা
আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী

মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী *

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ স্বাধীন করবার জন্য এবং জনগণের মুক্তির জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাছিলো জীবন বাজী রেখে। কোন পুরস্কারের জন্য নয়। জনগনের চাইতে বেশী সুযোগ পাওয়ার জন্য নয়, জনগনের ভালোবাসা অর্জনের পাশাপাশি "স্বাধীন বাংলাদেশ" ছিল মুক্তিযোদ্ধার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তাঁরা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়ে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীকে বিতাড়িত করার মাধ্যমে 'বাংলাদেশ' নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিনিয়ে এনেছেন। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে এক হয়েছিল বাংলার সব সন্তান। এক হয়েছিল ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, কামার-কুমার, রাজনীতিক, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক তথা স্বাধীনতাকামী সকল বাঙালি। ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা কখনও তাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেনি।আমাদের এই যে পতাকা, এই যে মানচিত্র ও স্বরাজ, তা কিন্তু ত্রিশ লাখ তাজা রক্তেরই দান। এ রক্তের পতাকা যতদিন বাংলাদেশে উড়বে, বাঙালি জাতিকে ততোদিন ঋণী হয়ে থাকতে হবে। এ ঋণ অপরিশোধ্য।

এমনই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বন্ধুবর আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ষাটের দশকে ছাত্রলীগ করার সুবাদে আবু জিয়ার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সংগ্রাম মুখর উত্তাল দিনগুলোতে; বিশেষতঃ ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের সময় আমরা এক সাথেই আন্দোলন সংগ্রামে ছিলাম। সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে আবু জিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে প্রথম চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে যুবলীগ গঠিত হলে তিনি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী যুবলীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতক চক্রের হাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে শোককে শক্তিতে পরিণত করে নির্মম এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নিতে আমরা যারা খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সক্রিয় হয়ে উঠি তাদের

মধ্যে আবু জিয়াও ছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমি গ্রেফতার হয়ে প্রায় এক বৎসর কারাবাসে ছিলাম। ফলে আমাদের মাঝে যোগাযোগে ছেদ পড়ে। পরবর্তীতে আবু জিয়া বৃহত্তম সাতকানিয়ার প্রথমে যুবলীগ, পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে দলের কিংবা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাদের দেখা সাাৎ হলে আমরা একত্রে বসে ফেলা আসা দিন গুলো নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করতাম,বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের।

আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধু আদর্শের অসাধারণ কমিটমেন্ট সম্পন্ন এক রাজনীতিক কর্মী ছিলেন। দলের স্বার্থ পরিপন্থী কোন কর্মকান্ড কোনদিন তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি। দলের স্বার্থে বরাবরই ছিলেন আপোষহীন। অত্যন্ত সহজ সরল আমাদের প্রিয় বন্ধু আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী এতো অল্প সময়ে আমাদের ছেড়ে পরপাড়ে পাড়ি জমাবেন কোনদিন ভাবিনি। মহান আল্লাহর কাছে আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি, আল্লাহ পাক তাঁকে যেন বেহেস্ত নসিব করেন। আমীন

* বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সহ সভাপতি,
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ

স্মৃতির পাতায়
আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী

ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন *

২০১৬ সালের জুন মাস থেকে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের (স্বাশিপ) সাধারণ সম্পাদক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্নেহধন্য অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু'র মাধ্যমে স্বাশিপের সাথে যুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ছাত্র/শিক্ষক রাজনীতি কিংবা কোন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলাম না। তবে ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত না থেকেও আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর কারণে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মিটিং এ তাঁর সাথে অনেকবার থাকার সুযোগ হয়েছে এবং দলীয় বিষয়ে লেখালেখিসহ বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেছি। বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে তাঁকে আওয়ামী রাজনীতির সাথে ওৎপ্রোতভাবে যুক্ত দেখেছি। বড় ভাইকে গোলার ধান বিক্রি করে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে প্রায় সময় দেখতাম। তাঁর হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর আস্থা, ভালবাসা ও ভক্তি বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থে কখনো তাঁকে চিন্তা-তদবীর করতে দেখিনি বরং কাজ করতে পারলেই তিনি যেন খুশি।

৫/৬ বছরের শিশু হিসেবে বাকশাল কি তা বুঝার বয়স না হলেও বারবার ঐ শব্দটি শুনতাম। বড় ভাই একদিন আমার আম্মাসহ সবার উপস্থিতিতে আমাকে বলেছিলেন, তোকে ঢাকা নিয়ে যাব এবং তুই বাকশালের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বঙ্গবন্ধুকে পুষ্পমাল্য দিবি। খুব সম্ভবত: বাকশাল গঠিত হওয়ার কিছু দিন পরের ঘটনা। এতে আমি মহাখুশী। কারণ প্রেসিডেন্টকে ফুল দিব; আবার ঢাকাও দেখা হবে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! মাস দেড়েক পর বঙ্গবন্ধু ঘাতকদের নির্মমতায় শাহাদাত বরণ করেন। আমারও আর ফুল দেয়া হলোনা। এছাড়াও বড় ভাই মাঝে মধ্যে এলাকার বিভিন্ন সভা-সমাবেশে আমাকে নিয়ে যেতেন। সাতকানিয়ার আমিলাইষে অনুষ্ঠিত যুবলীগের এরকম একটি সমাবেশে তিনি সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন থানা যুবলীগের আহ্বায়ক। আরেকটি নির্বাচনী জনসভায় গিয়েছিলাম বড় ভাইয়ের সাথে তৎকালীন সাতকানিয়া থানার পদুয়ায়। ড. কামাল হোসেন যে বার আওয়ামীলীগের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছিলেন। সে নির্বাচনী জনসভায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় সভাপতি হিসেবে দলীয় প্রার্থীকে জনসভায় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং আমি তখন বড় ভাইয়ের সাথে কিছু সময় মঞ্চে ছিলাম এবং বড় ভাই ছিলেন নেত্রীর পাশে। তবে এসবের তারিখ সঠিকভাবে মনে না থাকলেও সনটি ১৯৮২ সাল ছিল। নির্বাচনী কার্যক্রমেও তিনি নির্বাচনী

কার্যক্রমেও তিনি আমাকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। যেমন ভোটার তালিকা হতে ভোটারদের তথ্য তথা নাম নম্বর লিখে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর এবং ব্যবস্থা করা এবং তৎকালীন থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বাদশার কাছ থেকে নির্বাচনী পোষ্টার ও কাগজপত্র নিয়ে আসা ইত্যাদি। অর্থাৎ লেখালেখির কাজটা বেশিই করাতেন আমাকে দিয়ে কিন্তু এ সকল কাজে কোন আর্থিক লেনদেন হতে আমি দেখিনি।

১৯৯১ সালে যখন দক্ষিণ চট্টগ্রাম আওয়ামী রাজনীতির কিংবদন্তী আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু সাতকানিয়া-লোহাগাড়া হতে সংসদ নির্বাচন করেছিলেন তখন আমি অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র। এ নির্বাচনে বড় ভাইকে ব্যাপকভাবে দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। নির্বাচনী প্রচারণাকালীন একদিন আসরের নামাজের পূর্বে হঠাৎ দেখি আওয়ামীলীগের দু:সময়ের কান্ডারী মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু মিয়া আমাদের বাড়িতে চলে আসেন এবং খাওয়া-দাওয়া করে পুনরায় প্রচারণায় চলে যান বড় ভাইসহ। আরেকদিন গাড়ি পাঠিয়ে বড় ভাইকেসহ নিয়ে কুমিরাঘোনা বায়তুশ শরফের ইছালে ছওয়াব মাহফিলের মুনাজাতে অংশ গ্রহণ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাউজানের কৃতি সন্তান চট্টগ্রাম রাজনৈতিক কিংবদন্তি মরহুম আব্দুল্লাহ আল হারুন, চট্টলবীর জননেতা মরহুম এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরীসহ অনেক সিনিয়র নেতাদের সাথে বড় ভাইয়ের গভীর সম্পর্ক দেখেছি। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে মেহমান হতে দেখেছি মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, মরহুম এম. সিদ্দিক, মরহুম ডা. বিএম ফয়েজুর রহমান, জনাব আবু ছালেহ, মরহুম সুলতানুল কবির চৌধুরী, রূপালী ব্যাংকের পরিচালক ও চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের বার বার নির্বাচিত সভাপতি জনাব আবু সুফিয়ান, মরহুম কমিশনার লেয়াকত আলি, জনাব শফিকুল ইসলাম (আনোয়ারা), জনাব ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী (চন্দনাইশ), জনাব মুহাম্মদ ইদ্রিচ (সাতকানিয়া), জনাব ইদ্রিচ বি.কম, এডভোকেট মির্জা কচির উদ্দিন (সাতকানিয়া)-সহ আরো অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে। অনেক প্রবীন ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে শুনেছি, আম্মার আতিথেয়তা, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়ানোর ব্যপারে। মুক্তিযোদ্ধা রা অনেকবার আমাদের মাইট্টা বাড়ির দো'মালায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বলেও শুনেছি। বিশেষ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস, সাবেক এম এন এ জনাব আবু ছালেহ ও জনাব ওয়াহিদুজ্জমানের কাছে এ ব্যপারে আম্মার উদারতার অনেক প্রশংসা শুনেছি।

* মরহুমের কনিষ্ট ভ্রাতা
অধ্যাপক: ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম।
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সভাপতি চট্টগ্রাম মহানগর,
স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ (স্বাশিপ)
কো-অর্ডিনেটর- আমেরিকান সেন্টারের অর্থায়নে পরিচালিত TOT
ও ইংলিশ এক্সেস মাইক্রো স্কলারশিপ প্রোগ্রাম।
প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক, গবেষণা ও প্রকাশনা সচিব-আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন

স্মরণ : বীর মুক্তিযোদ্ধা
আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরী

কামরুল আলম চৌধুরী *

যাঁদের অসামান্য ত্যাগ-তিতীক্ষা ও বীরত্বের বদৌলতে আজ আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে বসবাসের সুযোগ পেয়েছি তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের যথাযথ মূল্যায়ন নাগরিক দায়িত্ব। এরকম বীর সন্তানদের মৃত্যু মানে জাতির কাছে এক একটি নক্ষত্রের পতন। তেমনি একজন জাতিয় বীর সন্তান ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী। তাঁর মত নির্লোভ ও নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মীর আজ বড়ই অভাব। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিনিময়ে কোন খেতাব কিংবা কোন সুযোগ সুবিধার কথা তোয়াক্কা না করে নীরবে-নিভৃত্বে সমাজসেবায় আত্ম নিয়োজিত ছিলেন।

মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী ১৯৫০ সালে সাতকানিয়ার ঐতিহ্যবাহী মাদার্শা বাবুনগর মক্কার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আল্লামা আবুল বারকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রাহঃ) ছিলেন তদানীন্তন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম। পাশাপাশি তাঁর পিতা একাধারে ছিলেন আরবি, উর্দু, ফারসি ও বাংলা ভাষার স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর জ্ঞান গরিমার ব্যাপারে তদানীন্তনকালে রাজনীতিবিদসহ জ্ঞানী-গুণীরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতেন। এখানে একটি উদাহরণ দিলে তাঁর পিতার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। ১৯৫৪ সালের কথা। বৃহত্তর সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী মাওলানা মাহমুদুর রহমানের সমর্থনে পদুয়ার ঐতিহাসিক বহদ্দার মাঠে অনুষ্ঠিত তৎকালীন সর্ববৃহৎ ওলামা সমাবেশটি এখনো কালের সাক্ষী হয়ে আছে, যেখানে লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতি ছিল। এই ঐতিহাসিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন তাঁর মরহুম পিতা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)।

মরহুম আবু জিয়া প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন বাড়ীর সংলগ্ন মাদার্শা বাবুনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন সাতকানিয়া দেওদীঘি কে.এম. হাই স্কুল এবং লোহাগাড়ার ঐতিহ্যবাহী গোলামবারী উচ্চ বিদ্যালয়ে। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) তাঁর অপরাপর ছেলেদের দ্বীনি শিক্ষায় গড়ে তুললেও দ্বিতীয় ছেলে আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরীকে সাধারণ শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন। সাতকানিয়া সরকারী কলেজে অধ্যয়নকালে (১৯৬৬-৬৮) তিনি

ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। এসময় তিনি থানা ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজে অধ্যয়নকালে (১৯৭০-৭১) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সক্রিয়ভাবে পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার প্রথম ছাত্রলীগের কমিটির তিনি সিনিয়র সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তিতে সহ-সভাপতির দায়িত্বপালন করেন। ১৯৭৯-৮০ এর দিকে তিনি বৃহত্তর সাতকানিয়া থানা যুবলীগের প্রথমে আহ্বায়ক পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় পাঁচ বছর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯ খৃস্টাব্দে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি সাতকানিয়া থানা আওয়ামীলীগের প্রতিটি কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। আত্মপ্রচার বিমুখ এই বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও কখনো রাষ্ট্রীয় কোন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে চান নি।

প্রসঙ্গতঃ গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ খৃস্টাব্দে সাতকানিয়া মাদার্শা বাবুনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় প্রধান অতিথি দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা বৃহত্তর চট্টগ্রামের আওয়ামী রাজনীতির তৎকালীন অভিভাবক মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু) এম.পি'র একটি উক্তি উল্লেখ করলে এই মহৎ ব্যক্তির কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি সেই দিন বলেছিলেন, নির্বাচনী কিংবা সাংগঠনিক কাজে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের টাকার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। এ কাজে অসংখ্য নেতা কর্মীকে আমি টাকা দিয়েছি। কিন্তু মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীকে কোন দিন একটি টাকাও গ্রহণে রাজি করাতে পারিনি। নিজের পকেটের টাকা খরচ করে রাজনীতি করতেন তিনি।

মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর ব্যাপারে এলাকার বেশ ক'জন প্রবীণ ব্যক্তির কাছে একটি কাহিনী শুনে বেশ মজা পেয়েছিলাম। তাঁর পিতার বেশ ধানী জমি থাকার সুবাদে প্রতিবছর গোলাভরা ধান আসত। তাঁর পিতা নবান্নের পর চাকুরীর সুবাদে দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রাচীনতম দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় চলে গেলে (উল্লেখ্য তিনি ঐতিহ্যবাহী এই মাদ্‌রাসার আমৃত্যু নাযেমে আ'লা বা রেক্টর ছিলেন) তিনি গোলা থেকে ধান বিক্রি করে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে ব্যয় করতেন।

১৯৭৯ সালে বাবার ইন্তেকালের সময় তাঁর সব ভাইয়েরা ছিল ছাত্র। পিতৃত্বের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি ছোট ভাইদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তাঁর অনুজ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা

চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী তাঁর মৃত্যুর পরক্ষণে হাসপাতালের কেবিনে বসে উপস্থিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের সামনে অশ্রুঝরা নয়নে এই কথাটিই বারবার উচ্চারণ করেছিলেন। তার অপর অনুজ ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক, গবেষণা ও প্রকাশনা সচিব অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিনকে পিতৃতুল্য এই ভ্রাতার নানা অবদানের কথা বারবার বলতে শুনতাম।

মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরী সক্রিয় আওয়ামীলীগের রাজনীতির পাশাপাশি একাধিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সেবামূলক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় এন.জি.ও আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। দেওদীঘি কে.এম. হাই স্কুল পরিচালনা কমিটির দীর্ঘকালীন শিক্ষানুরাগী সদস্য হিসেবে স্কুলের শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি দেওদীঘি কাসেমুল উলুম মাদ্‌রাসার শুরা (গভর্ণিং বডি) সদস্য ছিলেন। এছাড়া লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া তেওয়ারীখিলে আরব আমিরাতের দাতা সংস্থা আর রাহমাহ চ্যারিটি সোসাইটির অর্থায়নে পরিচালিত আমিরাত আবাসিক শিক্ষা কমপ্লেক্স ট্রাস্টের ট্রাস্টি সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকার সুবাদে দরিদ্র, অসহায় ও আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবা করার সুযোগ ছিল প্রচুর। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বই পত্র কেনার জন্য এবং পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য তাঁর দান ছিল অবারিত। তিনি এই সেবাকর্ম চালিয়ে যেতেন নীরবে-নিভৃতে।

তাঁর এই মহৎ গুণটির প্রকাশ পায় তাঁর মৃত্যুর দিন এবং মৃত্যু পরবর্তীতে আর্ত-পীড়িত মানুষের বুকফাটা কান্না থেকে। সকল দলের ও মতের লোকদের জন্য তাঁর আতিথেয়তা ছিল সমান্তরাল। পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যটি তিনি আমৃত্যু লালন করে গেছেন। একটি দলের সক্রিয় নেতা হলেও সকল দল ও মতের লোকদের সাথে তাঁর সখ্যতা ছিল উষ্ণ ও সোহার্দ্যপূর্ণ। আলেম-ওলামাদের প্রতি তাঁর আলাদা শ্রদ্ধাবোধ ছিল। দুই দফা জানাজায় সকল দল ও মতের লোকদের অংশগ্রহণ তাঁর এই মহৎ গুণের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। দাফনের পূর্বে আবু জিয়া চৌধুরীর জাতীয় পতাকা আচ্ছাদিত কফিনে সাতকানিয়া উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক গার্ড অব অনার প্রদান ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফনকে নিবেদিত প্রাণ এই মুক্তিযোদ্ধার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন বলে স্থানীয় জনগণ মনে করে এবং সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন-আমিন।

*পেট্রো বাংলার সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা
ও মরহুমের ঘনিষ্ট বন্ধু।

স্মরণের আবরণে আলোকিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মো: শামসুদ্দিন চৌধুরী

মোঃ জামাল উদ্দিন *

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী। তিনি ১৯৫০ সালে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া মাদার্শা বাবুনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর মারা যান। তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রাহঃ) তাঁর পিতা। চট্টগ্রাম- ১৫ আসন থেকে নির্বাচিত আওয়ামীলীগ মনোনীত সংসদ সদস্য প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী তাঁর ছোট ভাই। মরহুম মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর জীবন ও কর্ম অত্যন্ত আলোকময়। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বকোণ তাঁর সম্পর্কে ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কামরুল আলম চৌধুরী এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিনিময়ে কোন খেতাব কিংবা সুযোগ-সুবিধার তোয়াক্কা না করে নীরবে- নিভৃতে সমাজসেবায় আত্মনিয়োজিত ছিলেন।

মরহুম আবু জিয়া প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন বাড়ি সংলগ্ন মাদার্শা বাবুনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন সাতকানিয়া দেওদীঘি কে.এম. হাই স্কুল এবং লোহাগাড়ার ঐতিহ্যবাহী গোলামবারী উচ্চ বিদ্যালয়ে। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রাহঃ) তাঁর অপরাপর ছেলেদের দ্বীনি শিক্ষায় গড়ে তুললেও দ্বিতীয় ছেলে আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরীকে সাধারণ শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন। সাতকানিয়া সরকারী কলেজে অধ্যয়নকালে (১৯৬৬-৬৮) তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। এ সময় তিনি থানা ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজে অধ্যয়নকালে (১৯৭০-৭১) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সক্রিয়ভাবে পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার ছাত্রলীগের প্রথম কমিটির তিনি সিনিয়র সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম দক্ষিন জেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সহ-সভাপতির দায়িত্বপালন করেন। ১৯৭৯-৮০ এর দিকে তিনি সাতকানিয়া থানা যুবলীগের প্রথমে আহবায়ক পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রায়

পাঁচ বছর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি সাতকানিয়া থানা আওয়ামীলীগের প্রতিটি কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। আত্মপ্রচার বিমুখ এই বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও কখনো রাষ্ট্রীয় কোন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে চাননি।

সাতকানিয়া মাদার্শা বাবুনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় প্রধান অতিথি দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা বৃহত্তর চট্টগ্রামের আওয়ামী রাজনীতির সিংহপুরুষ তৎকালীন অভিভাবক আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু) এমপি'র একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করলে নিবেদিতপ্রাণ এই মহৎ ব্যক্তির কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি সেইদিন বলেছিলেন, নির্বাচনী কিংবা সাংগঠনিক কাজে রাজনেতিক নেতাকর্মীদের টাকার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। একাজে অসংখ্য নেতাকর্মীকে আমি টাকা দিয়েছি। কিন্তু মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীকে কোনদিন একটি টাকাও গ্রহণে রাজি করাতে পারিনি। তিনি নিজের পকেটের টাকা খরচ করে রাজনীতি করেছেন।

মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী সক্রিয় আওয়ামীলীগের রাজনীতির পাশাপাশি একাধিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সেবামূলক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় এনজিও আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। দেওদীঘি কে.এম.হাই স্কুল পরিচালনা কমিটির দীর্ঘকালীন শিক্ষানুরাগী সদস্য হিসেবে স্কুলের শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি দেওদীঘি কাসেমুল উলুম মাদ্‌রাসার শুরা (গভর্ণিং বডি) সদস্য ছিলেন। এছাড়া লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া তেওয়ারীখিলে আরব আমিরাতের দাতা সংস্থা আর রাহমাহ চ্যারিটি সোসাইটির অর্থায়নে পরিচালিত আমিরাত আবাসিক শিক্ষা কমপ্লেক্স ট্রাস্টের ট্রাস্টি সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার সুবাদে তাঁর দরিদ্র, অসহায় ও আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবা করার সুযোগ ছিল প্রচুর। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বইপত্র কেনার জন্য এবং পরীক্ষায় ফরম পূরণের জন্য তাঁর দান ছিল অবারিত। আর তিনি এই সেবাকর্ম চালিয়ে যেতেন নীরবে-নিভৃতে। দাফনের পূর্বে আবু জিয়া চৌধুরীর জাতীয় পতাকা আচ্ছাদিত কফিনে সাতকানিয়া উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক গার্ড অব অনার প্রদান ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন ছিল এই বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন।

তাঁর বাবার প্রচুর ধানী জমি ছিল। ফলে তাঁদের বাড়িতে গোলাভরা ধান থাকতো।

সারা বছর তিনিও গরীব দুঃখীদেরকে অভাবের সময় ধান চাল বিলাতেন। তাঁর বাড়ির সন্নিকটে চূড়ামনি ছনখোলাতে রাজাকার আলবদরদের ঘাঁটি ছিল। সেখানে একজন আলবদর নেতা ছিলেন। চূড়ামনি ক্যাম্প অপারেশনের আগে রেকি কার্যক্রম পরিচালনা করতে আসা মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর বাড়িতে অবস্থান ও খাওয়া দাওয়া করেছিলেন। আরো জানা যায়, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাঙ্গালীর মুক্তি সনদ ৬ দফা ঘোষণা করেন ১৯৬৬ সালে। তিনি সাতকানিয়া কাচারি মাঠে এ উপলক্ষে এক জনসভায় ভাষণ দেন। সাতকানিয়া বারের উকিল জিয়াবুল হক এতে সভাপতিত্ব করেন। সাবেক এমপি মরহুম এম ছিদ্দিক বিশেষ ভূমিকা রাখেন। যুবক আবু জিয়া তখন ৬ দফার প্রচারে বিশেষভাবে কাজ করেন। জাতির দুঃসময়ে তাঁর মতো মানুষের ভূমিকা অসীম। যতদিন এদেশ, এ পতাকা ও এদেশের মানুষ বেঁচে থাকবেন, ততদিন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান অমর হয়ে থাকবে প্রাতঃস্মরণীয়- এমনটাই অভিমত রাখলেন এলাকাবাসী।

*প্রবীণ সাংবাদিক-দৈনিক আজাদী
ও বীর মুক্তিযোদ্ধা

স্মৃতিতে আবু জিয়া ভাই

নুরুল আবছার চৌধুরী *

রাজনীতিবিদ, সমাজ সেবক, শিক্ষানুরাগী, নির্লোভ, নিরহংকারী ব্যক্তিত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর সাথে ৮০'র দশকের শুরু থেকেই আমার পরিচয়। এসময় আমি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। একই মতাদর্শের অনুসারী হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই উনার সাথে আমার সম্পর্কের সূত্রপাত। ৭৫ পরবর্তী অনেকে মন্ত্রী, এমপি, পদপদবীর লোভে আওয়ামী রাজনীতি থেকে নিজেকে আড়াল করে নিলেও নীতিবান নেতৃবৃন্দ দলের দুঃসময়েও বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের প্রতি ছিলেন অবিচল ও আপোষহীন। ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রামে শ্রদ্ধেয় নেতা ছালেহ ভাই, মরহুম এম ছিদ্দিক, ডা. বিএম ফয়েজুর রহমান, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বাদশাদের মত যে কয়েক জনকে ঘনিষ্টভাবে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অন্যতম আবু জিয়া ভাই। আমার বাড়ী সোনাকানিয়া ইউনিয়নের মির্জাখীলে, উনার বাড়ী মাদার্শা ইউনিয়নের বাবুনগরে। পাশাপাশি ইউনিয়নের অধিবাসী হওয়ায়; অধিকন্ত উনি উপজেলা আওয়ামীলীগের কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সদস্য ও মাদার্শা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন আমি সাতকানিয়া থানা ও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করি। স্বাভাবিক কারণে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের মাঝে বিশেষ হৃদ্যতা গড়ে উঠে। থানা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন কালীন সোনাকানিয়া ও মাদার্শা ইউনিয়নকে অভিন্ন সত্ত্বা হিসাবে মাথায় নিয়ে কাজ করতাম। ২০০৭ সালে বন্যা ও প্রবল বর্ষনে ক্ষতিগ্রস্থ দুঃস্থ'দের যখন পাশে দাঁড়াই তখন আমার পাশে যে ক'জন ছিলেন তাঁদের মধ্যেও অন্যতম ছিলেন আবু জিয়া ভাই। উনার মৃত্যুর আগে তাঁর এলাকায় আয়োজিত রমজানের ইফতার পার্টিতেও সিংহভাগ খরচের সহযোগিতা উনি দিয়েছিলেন, অথচ প্রধান অতিথি করেছিলেন আমাকে। এমনকি মার্দাশা ছাত্রলীগের সর্বশেষ ইউনিয়ন সম্মেলনেও উনার পরামর্শে আমাকে প্রধান অতিথি করা হয়। আমি বয়সে উনার অনেক ছোট হলেও স্নেহ করতেন বিধায় উনার অনুষ্ঠানে আমাকে বড় করে দেখাতেন। যার কারণে আমি উনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ। উনি অসুস্থ হয়ে সেন্টার পয়েন্ট হাসপাতালে

ভর্তি হলে আত্মীয়-স্বজন, দলের নেতা-কর্মীদের অনেকের মত আমিও উনাকে দেখতে যেতাম। মৃত্যুর সংবাদ শোনার সাথে সাথে সাতকানিয়া-লোহাগাড়া-বাঁশখালী সার্কেলের তৎকালীন সহকারী পুলিশ সুপার রবিউল ইসলাম ও ওসি আসলাম সাহেবকে ফোনে মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়াকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করার জন্য অনুরোধ করি। চট্টগ্রাম শহরের কদম মোবারক মসজিদের সামনে অনুষ্ঠিত প্রথম জানাযায় উপস্থিত আমার প্রয়াত নেতা আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুকে উনার শোক সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব রাখলে উনি সাথে সাথে রাজী হয়ে যান। আমি দিন তারিখ উল্লেখসহ মাদার্শা বাবুনগর স্কুলের মাঠে শোক সভা অনুষ্ঠানের কথা জানালে বাবু ভাই তাতেও সম্মতি দেন এবং ঠিকই তিনি শোক সভায় আসলেন। ১৯৯১ সালে বাবু ভাই সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে নির্বাচন করেছিলেন। একজন লোক সৎ, নির্লোভ কিনা সেটা বুঝা যায় টাকা পয়সার লেনদেনের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবদ্দশায় জিয়া ভাই নেতা-কর্মীদের কাছে নির্লোভ, সৎ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন রেখে গেছেন। উনার ছোট ভাই প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (বর্তমান এমপি) উনার বাবার নামে প্রতিষ্ঠিত আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদ, অজুখানা, গভীর-অগভীর নলকূপ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে সেবা দিতে নিজেকে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। নিজ দলের দরিদ্র নেতাকর্মীদের চাহিদা সর্বাগ্রে পূরণে সচেষ্ট থাকতেন। আমার নিজ গ্রাম মির্জাখীলে উনি জীবদ্দশায় অনেক সেবার নিদর্শন রেখে গেছেন। উনি আজ আমাদের মাঝে নেই। উনার নীতি, আদর্শ, কর্ম নবপ্রজন্মের কাছে অনুকরনীয়-অনুসরনীয় হয়ে থাকবে। মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য- এই মর্মবাণীতে বিশ্বাসী ছিলেন বিধায় নিজের ছোট ভাই প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীকে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সেই ফাউন্ডেশন আজ রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ দেশের আর্তমানবতার সেবায় সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর ভাই আজ মহান জাতীয় সংসদের একজন সদস্য হিসেবে সাতকানিয়া-লোহাগাড়াসহ দেশবাসীর বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আমি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ উনাকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

* প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগ
সম্পাদক: সাপ্তাহিক "চাটগাঁর সংবাদ"

বঙ্গবন্ধু আদর্শের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী

ফয়েজ আহমদ লিটন *

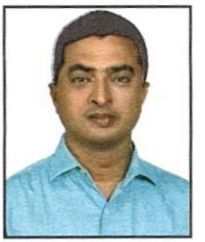

মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালী জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ধারাবাহিক সংগ্রাম ও রক্তের স্রোতের মধ্য দিয়ে এ জাতির স্বপ্ন ও আকাঙ্খার স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে রক্তঝরা দিনগুলোতে অকুতোভয় মুক্তিকামী বীর বাঙ্গালীর সশস্ত্র লড়াই ও সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে হানাদার মুক্ত হয়েছিল দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বীর প্রসবিনী সাতকানিয়াও। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাতকানিয়ার অনেক দামাল ছেলে শহীদ হয়েছিলেন এবং আহত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। মান ইজ্জত তথা সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন অসংখ্য মা-বোন।

মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে পেরে সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। পাকহানাদার মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জীবন বাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বিরত্বগাথা সম্পর্কে তাঁর সারথী অনেক মুক্তিসেনা থেকে ও শুনেছি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে তিনি চুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি আমৃত্যু। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সাথে রাজনীতি করার সুবাদে তাঁকে খুব কাছে থেকে জানার সুযোগ হয়। অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ও নিঃস্বার্থ রাজনীতিবিদ ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। তিনি ছিলেন বিপদে আপদে সুপরামর্শদাতা, আশ্রয় দাতা। সাতকানিয়া আওয়ামী রাজনীতির দুঃসময়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতা নিয়ে দলীয় কাজ কর্ম চালিয়ে গেছেন। দলীয় প্রোগ্রাম বাস্তবায়নসহ যে কোন আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। দনীয় পদ পদবীর প্রতি কোন মোহ তাঁর কাছে কোনদিন দেখিনি। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বাধীনতার ৩৩ বছর পর সাতকানিয়া লোহাগাড়া আসনে স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-শিবিরের দুর্গ ভাঙ্গার লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর ছোট ভাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ইসলামিক চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. আবু

রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীকে মনোনয়ন দিয়ে যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সে সিদ্ধান্তে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম একটি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সম্মানিত করায়। কারণ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য না হলে মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন হয়না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যার প্রমাণ প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি। তিনি অবহেলিত সাতকানিয়ার ভাগ্যন্নোয়নের নিরলস প্রচেষ্টার পাশাপাশি শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সাতকানিয়া উপজেলা ও লোহাগাড়া উপজেলা সদরে নির্মিত হয়েছে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা ব্যয়ে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

* যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামীলীগ।

স্মৃতি অমলিন

আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন

মোহাম্মদ জোবায়ের *

সাতকানিয়া জনপদটিতে আওয়ামীলী লীগ বিরোধী মনোভাবাপন্ন মানুষের আধিক্য নিয়ে জনশ্রুতি আছে। ৮০'র দশকে যখন আমরা ছাত্র রাজনীতি করছি তখন আওয়ামীলীগের ছিল চরম দু:সময়। তখনকার স্বৈরশাসক কবলিত বাংলাদেশে আওয়ামীলীগকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার একটি গুরুতর এজেন্ডাও ছিল। একেতো আওয়ামীলীগ বিরোধী অঞ্চল অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রে পীড়ন-এ'দুয়ের মাঝখানে তখন আওয়ামীলীগ খুঁজে পাওয়া দুস্কর ছিল। ঠিক এমনতর দু:সময়ে মাদার্শা বাবুনগরে আমরা ছাত্র নেতাদের একটি টিম সাংগঠনিক কাজে যেদিন পা রাখলাম তখনই আমাদেরকে মহাসমাদরে বরণ করে নিয়ে আপ্যায়ন ও সাংগঠনিক দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তদানিন্তন আওয়ামীলীগ নেতা জনাব আবু জিয়া মো: শামসুদ্দিন। উনার নামটি আমরা আগে থেকেই জানতাম অপরাপর অনেক রাজনৈতিক নেতার মতোই। সে সময় আমরা অনেকের কাছে গেলেও কিন্তু সকলে সমান উষ্ণতা প্রদর্শন করত না। এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন আবু জিয়া সাহেব। তিনি আমাদের মতো এতো বাচ্চাদের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন। এভাবে তাঁর সাথে যে যোগাযোগ স্থাপিত হলো জীবদ্দশায় এ যোগাযোগ কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে; একটুও কমেনি। যখনই আমরা মাদার্শায় যেতাম তখনই তাঁর সাথে দেখা করতাম এবং তিনি আমাদের দিক নির্দেশনা দিতেন। আবু জিয়া সাহেব ছিলেন দেশ প্রেমিক ও বঙ্গবন্ধু অন্তপ্রাণ। তিনি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ছিলেন যখন অনেকেই ভয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতেন। পরবর্তীতে তিনি উপজেলা আওয়ামলীগের দায়িত্বও পলন করেন । সকল ছোট বড় প্রোগ্রামে তাঁকে পাওয়া যেতোই। তিনি দলের একজন একনিষ্ঠ নেতা ছিলেন। ছাত্র রাজনীতি থেকেই তিনি অকুতোভয় ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। তিনি নিজে যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি তাঁর গোটা পরিবারকে সেই চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁরই সূত্র ধরে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর অনুজ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক স্কলার প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি। শুধু তাই নয় আবু জিয়া সাহেব তাঁর সন্তান সন্ততি থেকে আত্মীয় স্বজন সবাইকে আওয়ামীলীগের দিকে ধাবিত করেন। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে,

জাত অন্তপ্রাণ খাঁটি আওয়ামীলীগার ছিলেন। আবু জিয়া সাহেবের পরিবার ছিল মক্কার বাড়ি গ্রামে খ্যাত। উনার মরহুম পিতা আল্লামা ফজলুল্লাহ ছিলেন উপমহাদেশের একজন প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন। এই পরিবার আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় থাকায় আওয়ামীলীগ বিরোধী সমালোচনার ধার কমে যায়। বরং আওয়ামীলীগকে এই ধরণের আলেম পরিবারও সার্টিফাইড করেছে। সুতরাং অন্য পরিবারের আওয়ামীলীগ করার চেয়ে উনার পরিবারের আওয়ামীলীগ করার গুরুত্ব অনেক বেশীই ছিল। আবু জিয়া সাহেবকে দেখেছি দলীয় কোন্দল পরিহার করে দলের বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে। তিনি দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি হামদরদী পোষণ করতেন। তিনি খুবই অতিথি পরায়ন ছিলেন। কোন আড়ম্বর না করে সাদাসিধেভাবে চলতেন। কোন বড়াই বুজুর্গী তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। হক কথা বলতে এক মুহূর্তও চিন্তা করতেন না তিনি।

আবু জিয়া সাহেবের সন্তান আবু নঈম মো: নসিম চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনাটি আমাকে নাড়া দেয়। নসিম ছিল খুবই প্রতিভাবান ছেলে। এই ছেলেটির অকাল মৃত্যুর সময় আবু জিয়া সাহেবকে শান্তনা জানানোর ভাষা আমাদের ছিল না। সেই শোক তিনি বহুকষ্টে সামলিয়েছিলেন। আমার সাথে এ বিষয়ে বহুবার বেদনার্ত কথা হয়েছে উনার সাথে। আমি আবু জিয়া সাহেবের পরিবারের সাথে সুখে দু:খে নিবিড়ভাবে ছিলাম। তাঁদের পরিবারে এমন কোন অনুষ্ঠান নেই যেখানে আমার দাওয়াত হয়নি। এরকম আমি ছাড়াও বহু রাজনৈতিক কর্মীর সাথে তাঁদের ছিল আত্মার আত্মীয়তা। সুতরাং বলা যায়, তিনি বেশিরভাগ সময় গ্রামে অবস্থান করলেও শহরের বাঘা বাঘা নেতার সাথে তাঁর উঠা বসা ছিল। আবু জিয়া সাহেব শুধু রাজনীতিবিদই ছিলেন না বরং তিনি একজন সমাজকর্মী, শিক্ষানুরাগী এবং নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলেন। তাঁর অবদান আমরা কোন অবস্থাতেই ভুলে যেতে পারব না।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করছি।

* মেয়র, সাতকানিয়া পৌরসভা
সভাপতি, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ

আমার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী

আ ন ম সেলিম চৌধুরী *

জগৎ সংসারে যুগে যুগে এমন কিছু মানুষের আবির্ভাব হয় যাঁরা মৃত্যুর পরও মনুষ্য সমাজের আদর্শ হয়ে থাকেন শত শত বছর। সাধারণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে নিজ কর্মগুণে অসাধারণ হয়ে উঠেন। জেগে থাকেন মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায়। এমন এক নির্লোভ নিরহংকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী । এমন বাবার গর্বিত সন্তান হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আব্বা বঙ্গবন্ধুর নীতি - আদর্শের প্রতি ছিলেন সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটল ও অবিচল। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি নিবেদিত প্রাণ এরকম খুব কম মানুষই দেখেছি। বাবার কাছ থেকে বয়স বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করি, যা রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে পরবর্তীতে আমার জীবনে ধারণ করি। বাবার অনুপ্রেরণায় ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি ।

মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিন গুলোতে আমাদের বাড়ী ছিল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল। আমার দাদু এবং আম্মু বাবার সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাদের রাত-বিকেলে ভয় ভীতি ও আরামকে হারাম করে রান্না করে খাওয়াতেন। যুদ্ধের পরও বিশেষতঃ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে মেহমানদারী রেওয়াজে পরিণত হয়। বাবার ঘনিষ্টজনরা দেখলেই এসব স্মৃতি রোমন্থন করে থাকেন। নিজেকে তখনই খুব সুখী ভাবি যখন বাবার দুঃসময়কার বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে দেখলে বুকে জড়িয়ে ধরে তুই আবু জিয়ার না, আমারই ছেলে বলে কাছে টেনে নেন।

ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ আর দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। যাঁদের আত্মত্যাগের ফলে পাওয়া যে স্বাধীনতা তাদের ক'জনেরই খবর আমরা রাখি? কত জন তো হারিয়েই গেছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। দেশটাকে মায়ের মত পবিত্র মনে করে লাখ লাখ জনতার মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, যেকোন মুহূর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সাহস, লোভ-লালসা ভুলে, পরিবার পরিজনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে যাওয়া, বজ্র কঠিন শপথে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া বাংলার দামাল ছেলেরা

সর্বকালের, সর্বযুগের জাতির সূর্য সন্তান। একাত্তরে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন বাজি রেখে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের প্রতি সমগ্র জাতি আজীবন কৃতজ্ঞ। প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে এরা অনুপ্রেরণার চিরঞ্জীব উৎস। মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানেই বাংলাদেশ আজ 'সারা বিশ্বের বিস্ময়'। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাধ মিলিয়ে শোষনমুক্ত সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা ও আদর্শের ভিত্তিতে দেশ গড়তে পারলে, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো সম্ভব হলে লাখো শহিদদের আত্মা শান্তি পাবে।

আমাদের নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানে না। দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। সুতরাং নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করার প্রেরণা শিক্ষা দিতে হবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন মান উন্নয়নে নানাবিদ কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। তাদের জন্য বাসস্থান, অভাব-অনটন রোধ, চিকিৎসা সেবা প্রদান, কোটা ভিত্তিক সরকারি চাকরীতে নিয়োগ ও তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে।

* বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিনের
বড় ছেলে ও চেয়ারম্যান-মাদার্শা ইউনিয়ন পরিষদ

এক নজরে বীর মুক্তিযোদ্ধা
আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন

৭ মার্চের জনতার ঢলে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ ও ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর যাঁদের ত্যাগ তিতীক্ষা ও বীরত্বের বদৌলতে আজ আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি সেসব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান এবং তাঁদের অসীম ত্যাগের মূল্যায়ন করা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব। এরকম একজন বীর সন্তান ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী। তিনি একজন প্রচারবিমূখ নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী ছিলেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিনিময়ে কোন খেতাব বা সুযোগ সুবিধার তোয়াক্কা করেননি। তিনি আজীবন নিরবে সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন ঐতিহ্যবাহি আলিম পরিবার বাবুনগর গ্রামের মক্কার বাড়িতে ১৯৫০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ৫ম পূর্ব পুরুষ ইয়াসিন মক্কী আনুমানিক ৩ শত বছর পূর্বে ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৭২০'র দিকে) ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশে আগমন করেন বলে জানা যায়। বাংলাদেশে তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ার মক্কার বাড়িতে এসে বসবাস করেন। তাঁর নামানুসারেই উক্ত 'মক্কার বাড়ি' প্রসিদ্ধি লাভ করে। মরহুম আবু জিয়ার ৪র্থ উর্ধতন পুরুষ মরহুম হাসান আলি তালুকদার একজন উঁচু দরজার আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায়। তাঁর দাদা আল্লামা নুরুল হুদা (রাহ.) একজন প্রসিদ্ধ আলিম, দক্ষ লেখক এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর শিষ্য ছিলেন। আরবীতে তাঁর লিখিত ৭টি পাণ্ডুলিপিই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও লিখনী দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। মরহুম আবু জিয়া আল্লামা ফজলুল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র। আল্লামা ফজলুল্লাহ বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী একজন দক্ষ আলিম, মুফাস্সীর, মুহাদ্দিস, মুফতী, গ্রন্থকার এবং স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি ১৯২৩-১৯৪৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের কলকাতা আকড়া আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীতে দেশে ফিরলে তিনি প্রখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সর্বোচ্চ পদ 'নাযেমে আলা' তথা রেক্টর পদে

অধিষ্ঠিত হন এবং ইন্তেকাল অবধি তিনি সে পদে বহাল ছিলেন। তিনি ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। আল্লামা ফজলুল্লাহর মত এত বড় মাপের আলিমের সন্তান আবু জিয়া তাঁর জীবদ্দশাতেই ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তবে এতে তাঁর পিতা তাঁকে কখনো বারণ করেননি।

মরহুম আবু জিয়া ১৯৬৬-১৯৬৮ সাতকানিয়া কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য, ১৯৭০-১৯৭১ চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য, ১৯৭২-১৯৭৪ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা (টেকনাফ পর্যন্ত) ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি বাকশাল পিরিয়ডে জেলা যুবলীগের যুগ্ম-সম্পাদক প্রস্তাবনা ছিল, ১৯৭৪ সালে জেলা যুবলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৭৮ এর দিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী পরে সহ-সভাপতি এবং ১৯৭৯/৮০'র দিকে সাতকানিয়া যুবলীগের আহ্বায়ক এবং পরে সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০৯ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাতকানিয়া থানা আওয়ামীলীগের কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন।

বিঃ দ্রঃ মৃত্যু পূর্বে সাক্ষাৎকার গ্রহনে
ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

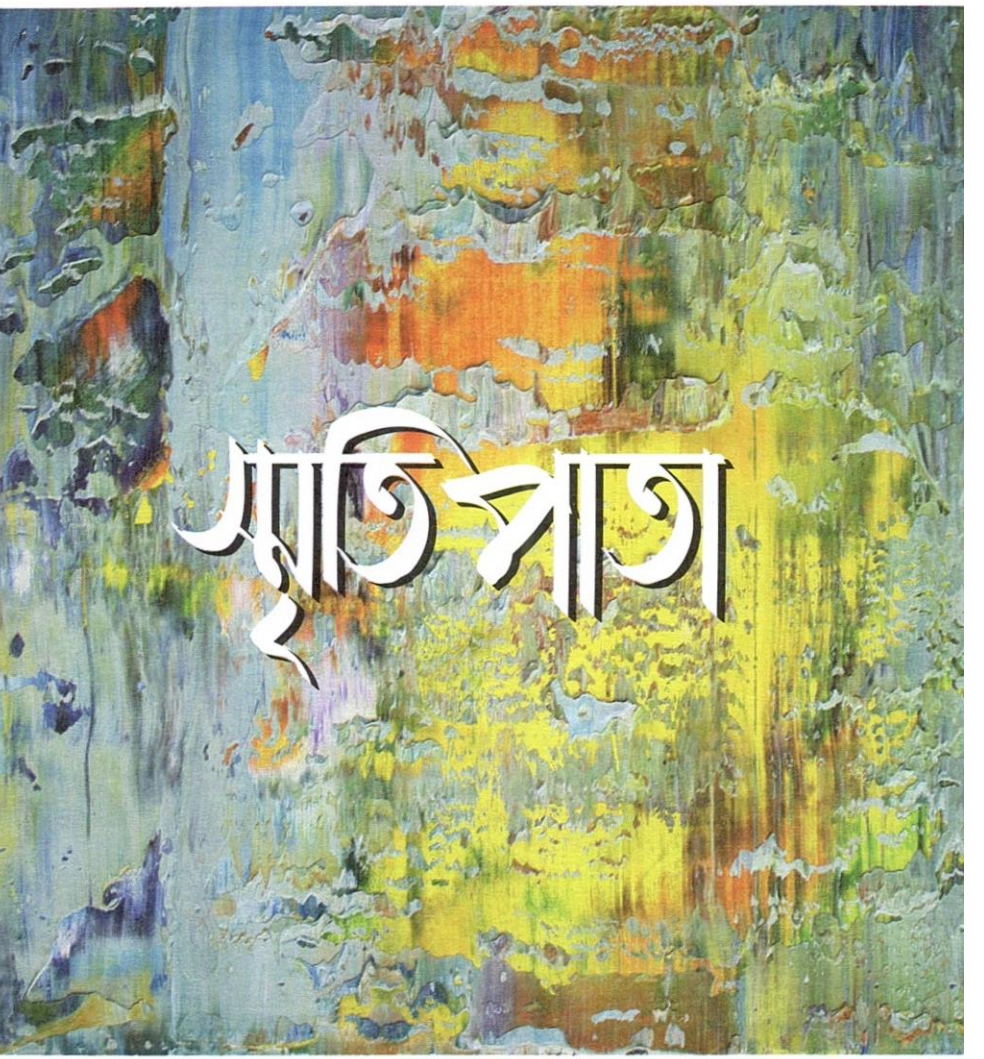
স্মৃতিপাতা

আল্লামা সুলতান যওক নদভীর ইমামতিত্বে চট্টগ্রাম মহানগরীর কদম মোবারক জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চোধুরীর ১ম নামাজে জানাযার একাংশ। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন মরহুম আখতারুজ্জামান বাবু এমপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সরকারি পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর কফিনে গার্ড আব অনার প্রদানের পূর্বে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আজাদ ছাল্লাল। উপস্থিত তদানিন্তন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাতকানিয়া সার্কেল) রবিউল হোসেন।

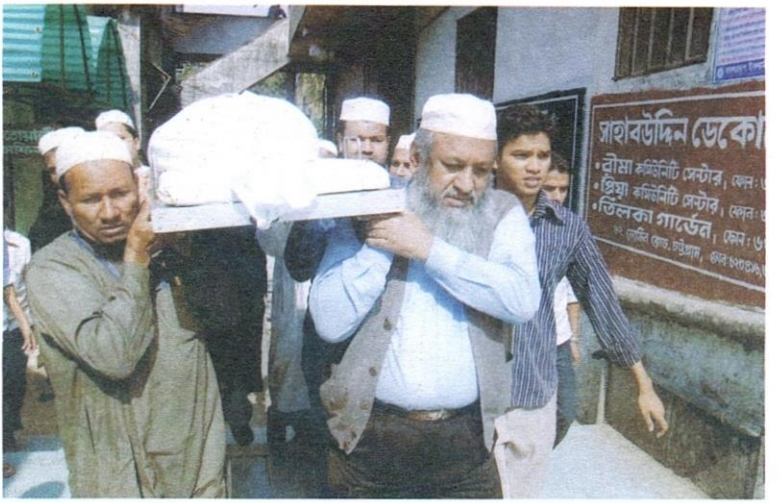

চট্টগ্রাম মহানগরীর কদম মোবারক জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর ১ম নামাজে জানাযার উদ্দেশ্যে কফিন বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন মরহুমের দীর্ঘ রাজনৈতিক সহযোদ্ধা, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইদ্রিছ।

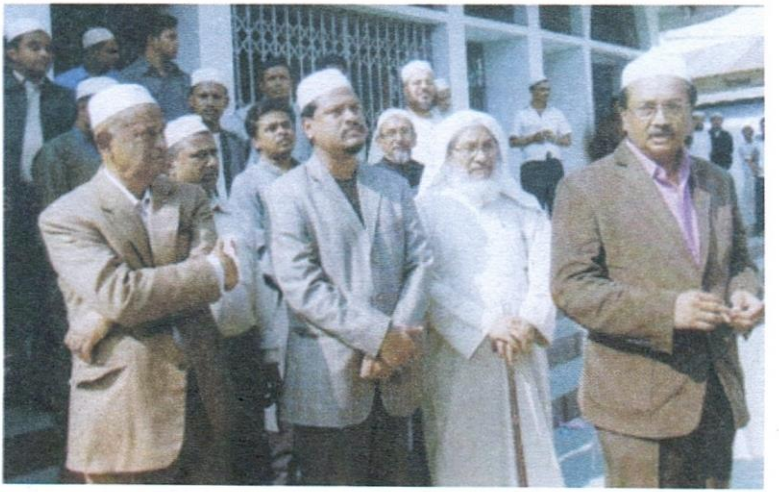

কদম মোবারক জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর ১ম নামাজে জানাযার পূর্বে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগের তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক মোছলেম উদ্দিন আহমেদ। উপস্থিত মরহুম আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু।

সাতকানিয়া বাবুনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর ২য় নামাজে জানাযার একাংশ।

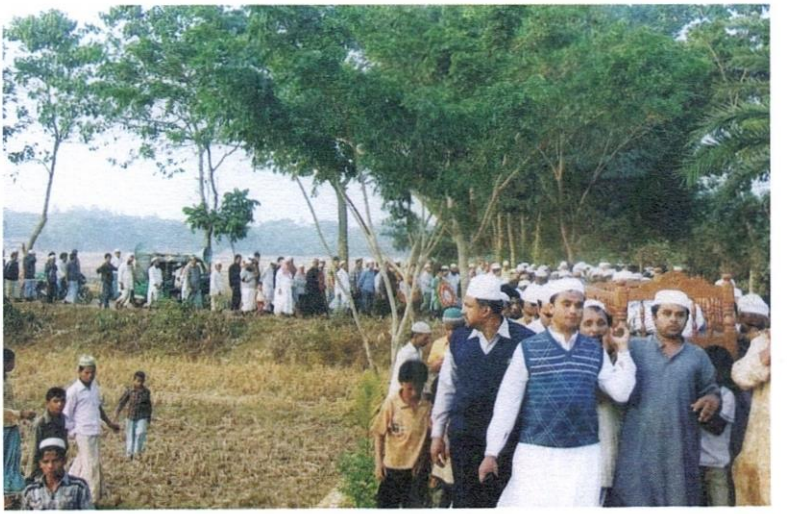

নিজ গ্রাম সাতকানিয়া মাদার্শা বাবুনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নামাজে জানাযার ও দাফনের উদ্দেশ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর অন্তিম যাত্রা।

সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর কফিনে পুষ্প স্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হচ্ছে

সাতকানিয়া মাদার্শা বাবুনগর স্কুল মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে আয়োজিত বিশাল শোক সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি ও দলীয় নেতৃবৃন্দ।

সাতকানিয়া মাদার্শা বাবুনগর স্কুল মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে আয়োজিত বিশাল শোক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম আওয়ামীলীগের রাজনীতির তদানিন্তন অবিসংবাদিত নেতা ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু।

সাতকানিয়া মাদার্শা বাবুনগর স্কুল মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্মরণে আয়োজিত বিশাল শোক সভায় উপস্থিতির একাংশ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে মাদার্শা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন মরহুমের ছোট ভাই বর্তমান সাংসদ প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী স্মরণে মাদার্শা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রিয় আওয়ামীলীগ নেতা আমিনুল ইসলাম আমিন।

হোটেল পেনিনসুলায় আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন সাবেক মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এমপি। মঞ্চে উপবিষ্ট সাবেক এমপি মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, সাবেক এম.এন.এ আবু সালেহ, প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০৮সাল।

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি'র বাসভবনে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি, সাবেক শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী মরহুম এম.এ মান্নানের সাথে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০০ সালে।

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের ৫ম দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নবনির্বাচিত উপদেষ্টা মন্ডলী ও কার্যকরী পরিষেদের সদস্যদের মাঝে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী ।

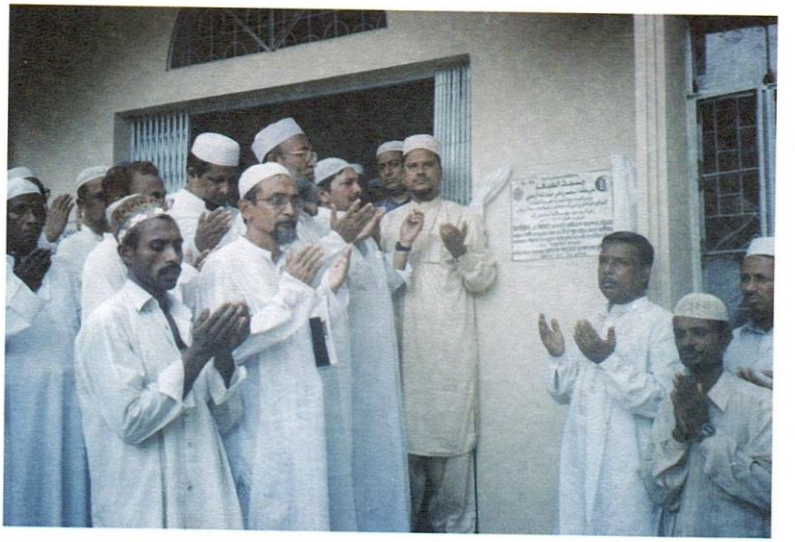

লোহাগাড়া আমিরাবাদে আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নবনির্মিত মসজিদের উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করছেন প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এমপি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী।

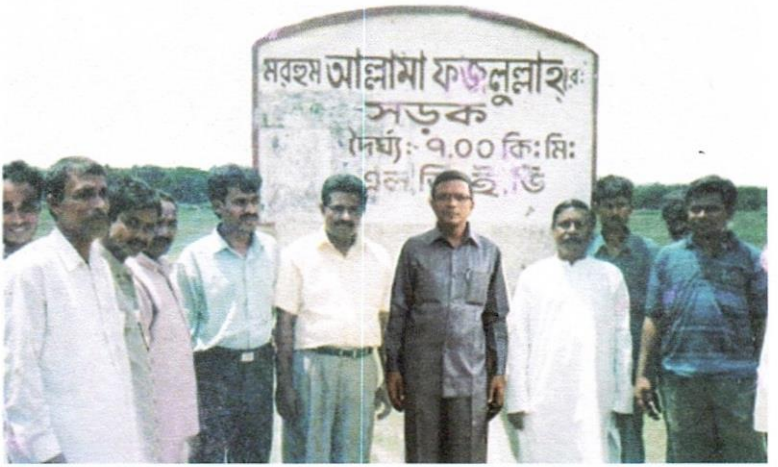

নিজ পিতার নামে "আল্লামা ফজলুল্লাহ (রাহঃ) সড়ক" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী ও অধ্যাপক আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন।

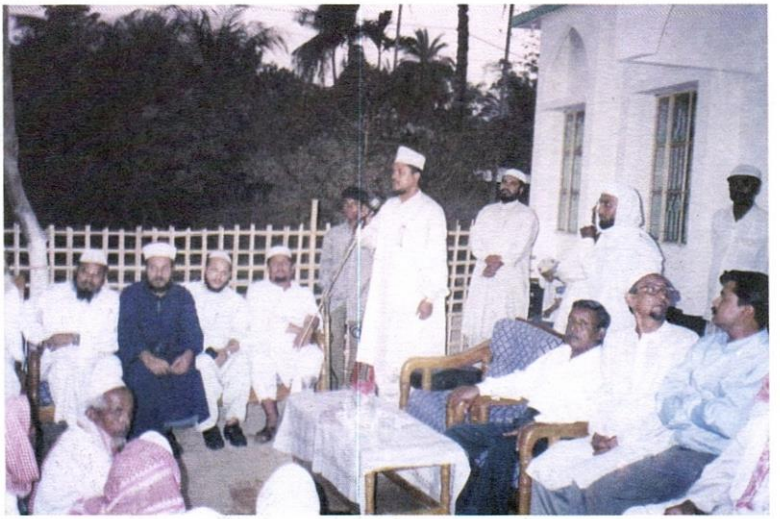

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নবনির্মিত মসজিদের উদ্বোধন শেষে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এমপি। পার্শ্বে উপবিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী।

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী।

সাতকানিয়া মক্কার বাড়ীতে নির্মিত সাহেব মিয়া চৌধুরী এবতেদায়ী মাদ্রাসা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দাতা সংস্থা শারজাহ চ্যারিটি হাউজের প্রতিনিধিদের পুষ্পস্তবক প্রদান করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০৮ সালে।

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সাতকানিয়া বাবুনগর মক্কার বাড়ীতে ঈদ উপলক্ষে দুঃস্থ দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করছেন প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এমপি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০৯ সাল

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দাতা সংস্থা শারজাহ চ্যারিটি হাউজের অর্থায়নে সাতকানিয়া মক্কার বাড়ীতে নির্মিত সাহেব মিয়া চৌধুরী এবতেদায়ী মাদ্রাসা ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০৮সাল।

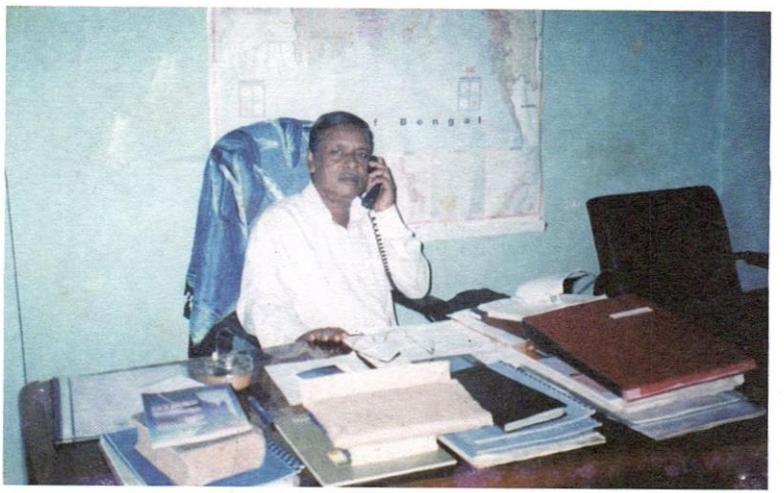

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী।

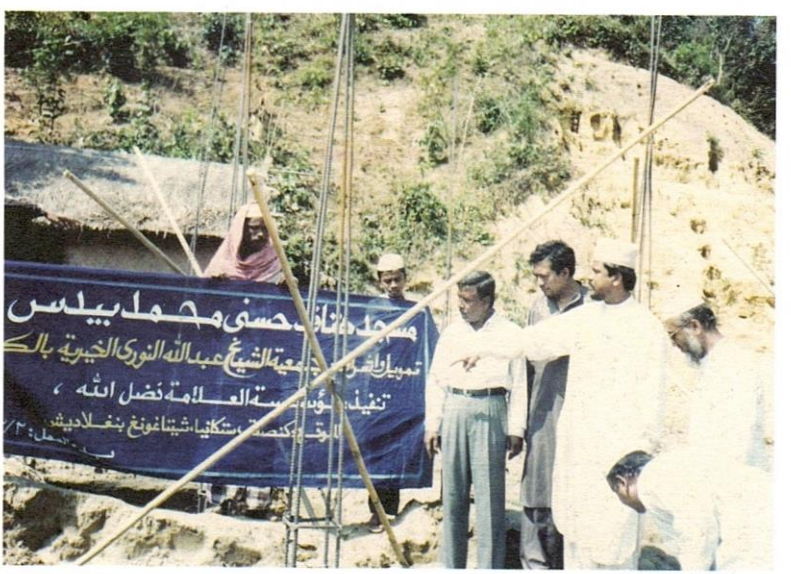

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কাঞ্চনায় মসজিদের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এমপি ও মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০৪ সাল।

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাঁশখালী পাইরং এ নবনির্মিত মসজিদের উদ্বোধন শেষে মুনাজাত করছেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এমপি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০১ সাল।

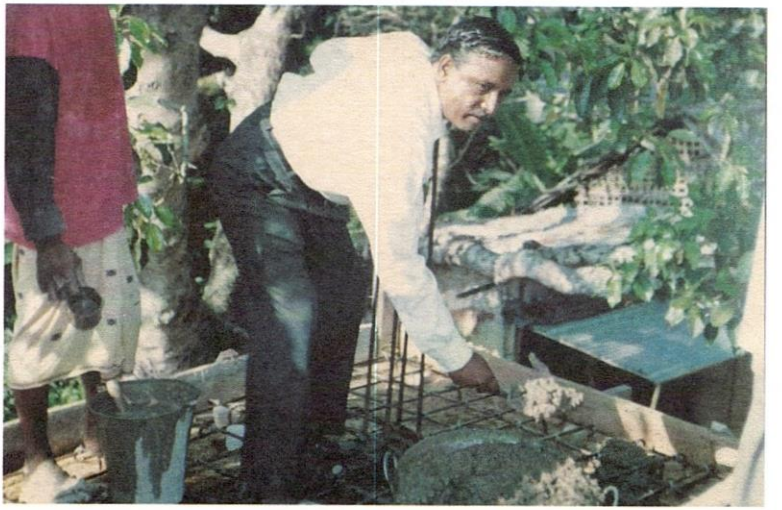

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কাঞ্চনায় মসজিদের ছাদ ঢালাইয়ের কাজের সূচনা করছেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০২ সাল।

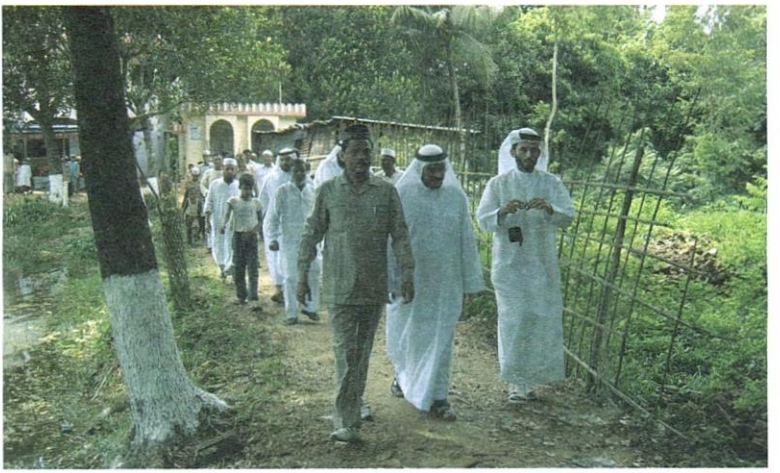

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দাতা সংস্থা শারজাহ চ্যারিটি হাউজের প্রতিনিধিদের সাথে সাতকানিয়া মক্কার বাড়ীতে নির্মিত মাদ্রাসা ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এমপি ও তাঁর বড় ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০৮সাল।

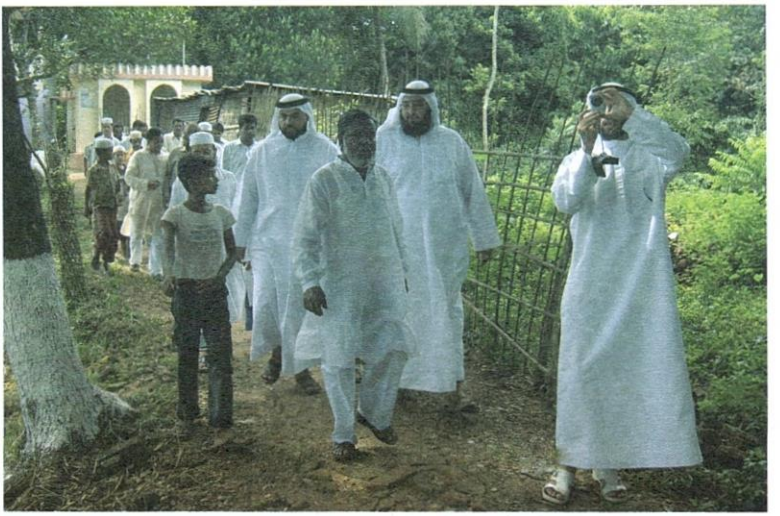

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দাতা সংস্থা শারজাহ চ্যারিটি হাউজের প্রতিনিধিদের সাথে সাতকানিয়া মক্কার বাড়ীতে নির্মিত মাদ্রাসা ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরী। ২০০৮সাল।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর ২য় কন্যা রুম্পার বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে একই ফ্রেমে ক্যামরাবন্দি ৬ ভাই

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে বাঁশখালীর সাবেক এমপি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম সুলতানুল কবির চৌধুরী ও বর্তমান এমপি মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী।

তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী এবং চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী ও কনিষ্ট ভ্রাতা ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মোঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীর এক মাত্র ছেলে আ ন ম সেলিম চৌধুরীর মেহেদী অনুষ্ঠানে।

দৈনিক আজাদী

২০ ডিসেম্বর রোববার ২০০৯ খৃঃ ৬ পৌষ ১৪১৬ সাল

মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়ার ইন্তেকাল, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীর বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা, সাতকানিয়া থানা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরী গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় নগরীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৯ বছর। তিনি ১ ছেলে, ৩ মেয়ে স্ত্রীসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

দুই দফা নামাজে জানাযা শেষে গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টায় সহকারী পুলিশ কমিশনার রবিউল হোসেনের (সাতকানিয়া সার্কেল) নেতৃত্বে একদল পুলিশ বাহিনীর গার্ড অব অনারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মক্কার বাড়িস্থ পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আজাদ হালাল ও থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ আসলাম হোসেন। তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয় দুপুর ১টায় নগরীর কদম মোবারক জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আল্লামা সুলতান যওক নদভীর ইমামতিতে। আবু জিয়ার ইন্তেকালে আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু এম.পি, মাওলানা শামসুল ইসলাম এম.পি, সাবেক এমএনএ আবু ছালেহ চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোছলেম উদ্দিন, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইদ্রিছ, সাতকানিয়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি এমএ সাঈদ প্রমুখ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক পূর্বকোণ

রবিবার ২০ ডিসেম্বর ২০০৯

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়ার ইন্তেকাল

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীর বড় ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাতকানিয়া [illegible]

দৈনিক আজাদী

প্রতিষ্ঠাতাঃ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

জলদী হোসাইনিয়া মাদ্রাসায় স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

[illegible]

দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ

THE DAILY SUPROBHAT BANGLADESH

মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া শামসুদ্দীনের ইন্তেকাল

সাতকানিয়া থানা যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও থানা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরী শনিবার সকাল ৯টায় নগরীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি এবং ডায়াবেটিক রোগে ভুগছিলেন। তিনি ৫ ভাই, ৪ বোন, ১ ছেলে, ৩মেয়ে স্ত্রীসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

দুই দফা নামাজে জানাযা শেষে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সাতকানিয়ায় পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয় দুপুর ১টায় নগরীর কদম মোবারক জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে।

প্রথম জানাযায় আল্লামা সুলতান যওক নদভীর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত জানাজায় উপস্থিত ছিলেন আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু এম.পি, মাওলানা শামসুল ইসলাম এম.পি, সাবেক এমএনএ আবু ছালেহ চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোছলেম উদ্দিন, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইদ্রিছ, সাতকানিয়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ সাঈদ প্রমুখ।

দ্বিতীয় নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় বাদে আছর মরহুমের গ্রামের বাড়ি সাতকানিয়ায়। বিজ্ঞপ্তি

আমার দেশ

ঢাকা, মঙ্গলবার • ২২ ডিসেম্বর ২০০৯
৮ পৌষ ১৪১৬ • ৪ মহররম ১৪৩১

চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়ার ইন্তেকাল

চট্টগ্রাম ব্যুরো

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীর বড়ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাতকানিয়া থানা যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরী গত ১৯ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৯টায় নগরীর সেন্টার পয়েন্ট হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি ও ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। আল্লামা সুলতান যওক নদভীর ইমামতিতে জানাজায় উপস্থিত ছিলেন আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু এমপি, মাওলানা শামসুল ইসলাম এমপি প্রমুখ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়ার জানাযা অনুষ্ঠিত

দৈনিকপূর্বকোণ

শুক্রবার ২৯ জানুয়ারি ২০১০

সাতকানিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়ার স্মরণসভা

শোক প্রকাশ

বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ

দৈনিকপূর্বকোণ

প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী

সোমবার ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

জলদী হোসাইনীয়া মাদ্রাসায় আবু জিয়া শামসুদ্দীন স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক আবু রেজা নদভী ও পৌর মেয়র কামরুল ইসলাম হোসাইনী

জলদীতে আবুজিয়া স্মরণ সভা ও মাহফিল

বাঁশখালীর জলদী হোসাইনিয়া ফাজিল মাদ্রাসার উদ্যোগে আবুজিয়া শামসুদ্দিন স্মরণে এক সভা ও মাহফিল গত ৩০ জানুয়ারি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামউদ্দিন নদভী। সভাপতিত্ব করেন বাঁশখালী পৌরসভার মেয়র আলহাজ কামরুল ইসলাম হোসাইনী। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইদ্রিস, নাজেমুল আলম চৌধুরী, অধ্যক্ষ মোজাফফর আহমদ নদভী। উপস্থিত ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান, ইবাহিম খলিল, নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ নুরুল আলম, ইব্রাহিম আল হোসাইন, সরোয়ারুল আলম আশরাফী, আনোয়ারুল আজম, মুহাম্মদ হেলালুল ইসলাম প্রমুখ-বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিকপূর্বকোণ

বীর মুক্তিযোদ্ধা ... জিয়ার ... শোক

দৈনিক আজাদী

প্রতিষ্ঠাতাঃ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

৫০ তম বর্ষ ১০০ সংখ্যা ◆ ২০ ডিসেম্বর রোববার ২০০৯ খৃঃ ◆ ৬ পৌষ ১৪১৬ সাল ◆ ২ মহররম ১৪৩১ হিজরি

শোক প্রকাশ

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীর বড় ভাই, ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম
সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

প্রথম আলো

রোববার, ২০ ডিসেম্বর ২০০৯

শোক

আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরী

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরী (৫৯) গতকাল শনিবার সকালে একটি ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর মরদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সাতকানিয়ার মক্কা বাড়ির পারিবারিক করবস্থানে দাফন করা হয়েছে। সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

নয়া দিগন্ত

আবু জিয়া

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা, মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন চৌধুরী (৫৯) গতকাল চট্টগ্রাম নগরীর সেন্টার পয়েন্ট হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন।

দুই দফা জানাজা শেষে গতকাল তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সাতকানিয়া মক্কার বাড়ি কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে তার প্রথম জানাজা চট্টগ্রাম নগরীর কদম মোবারক জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা সুলতান যওক নদভীর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত জানাজায় উপস্থিত ছিলেন আলহাজ আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু এমপি, মাওলানা শামসুল ইসলাম এমপি, সাবেক এম এন এ আবু ছালেহ চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোছলেম উদ্দিন, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইদ্রিস, সাতকানিয়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ সাঈদসহ পদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তারা। চট্টগ্রাম ব্যুরো।

The Daily **People's View**

Truth Now & Always

Regd. No. Cha 539 / 07 • December 20, 2009 • Poush 06, 1416 BS • Moharram 02, 1431 Hijri Page-8 Taka 5

FF Abu Zia passes away

Noted freedom fighter Abu Zia Muhammad Shamsuddin Chowdhury, Founder member of Allama Fazlullah Foundation breathed his last yesterday at 9.00 am at Centre Point Hospital (Inn..... Rajeun). He was 59. Mohammad Shamsuddin was suffering from Kidney and Diabetic diseases since long.

He left behind, widow, one son, three daughters, five brothers, four sisters and a host of relatives and well wishers to mourn his death.

His first Namaje Janaza was held at Kadam Mubarak Jame mosque premises. The second Janaza was held at his village home at Makkar Bari and buried at the family graveyard with state honour.

Earlier, a team of police led by Assistant Police Commissioner Rabiul Hossain gave guard of honour condolence meeting.

A civic condolence meeting will be held at Makka Bari Primary School field, Satkani on December 23 at 3 pm. Alhaj Akteruzzeman Babu MP will attend the meeting as chief guest. The meeting will be followed by mejban.

এক নজরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরীর পরিবারবর্গ

ছয় ভাই

আবুছফা মুহাম্মদ নাজিমুদ্দিন
আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন
আবুল ওফা মুহাম্মদ শিহাবুদ্দিন
আবুল আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন
আবু রেজা মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন
আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

চার বোন

জাহানারা বেগম
জয়নাব বেগম
হাফসা বেগম
হুমাইরা বেগম (মৃত)

স্ত্রী

আনজুমান আরা শামসুদ্দিন

তিন ছেলে

আ ন ম সেলিম চৌধুরী
আবু নঈম মুহাম্মদ শামীম (মৃত)
আবু নঈম মুহাম্মদ নসীম (মৃত)

তিন মেয়ে

হাবীবা নাজনীন (মুন্নি)
উম্মে রুমানা তানজীন (রুম্পা)
আদীবা শাজনীন